অন্তিম মুহূর্ত

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

আব্দুল্লাহ ইউসুফ

অনূদিত

প্রকাশকের কথা...

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ('প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে।') পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি আমরা প্রায় সকলেই মুখস্থ পারি, কিংবা এর অর্থটুকু হলেও জানি। কিন্তু কতটুকু আমরা মৃত্যুর মর্ম অনুধাবন করি? মৃত্যু নিয়ে কি আদৌ আমরা ভাবি? কিন্তু একটা সময় আসবে, যখন আমাদের মৃত্যু নিয়ে ভাবতে হবে; ভাবতে হবে মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে। সে জীবনে নিজের অবস্থা কেমন হবে—এমন সকল প্রশ্ন নিয়ে আমরা ভাবব; ভাবতে বাধ্য হবো। সে সময়টাই আমাদের এ জীবনের অন্তিম মুহূর্ত। এ দুনিয়া থেকে যতজন বিদায় নিয়েছে, সবাইকে অন্তিম মুহূর্তের কষ্ট-যন্ত্রণা সয়ে যেতে হয়েছে। নবি-রাসুল আলাহিমুস সালাম-এর জন্যও কষ্ট-যন্ত্রণার এ অন্তিম মুহূর্তটি এসেছিল। এসেছিল সালাফে সালেহিনের জীবনেও। জীবন সায়াহ্নে আসা সে সময়টা নিয়ে আমাদের বিভিন্ন প্রশ্ন, নবি-রাসুল ও সালাফে সালেহিনের শেষ সময়ের চিত্রগুলো উঠে এসেছে 'অন্তিম মুহূর্ত' বইটিতে। এটি শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের الأنفاس الأخيرة গ্রন্থের সরল অনুবাদ। বইটি অধ্যয়নে পাঠক অন্তিম মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত থাকার যথেষ্ট শিক্ষা অর্জন করতে পারবে, ইন শা আল্লাহ।

- মুফতি ইউনুস মাহবুব

সূচিপত্র

একটি সত্য উক্তি

হাসান বসরি রহ. বলতেন,

'হে আদম সন্তান, তুমি তো একাকী মৃত্যুবরণ করবে। পুনরুত্থিত হবে একাই। একাই তুমি তোমার হিসাবের সম্মুখীন হবে।

হে আদম সন্তান, যদি সকল মানুষ আল্লাহর আনুগত্য করে আর তুমি একা অবাধ্যতায় লিপ্ত হও, তবে তাদের আনুগত্য তোমার কোনো কাজে আসবে না। আর যদি তারা সকলেই আল্লাহর অবাধ্য হয় আর তুমি একজনই তাঁর আনুগত্যের ওপর অটল থাকো, তবে তাদের অবাধ্যতা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

আদম সন্তান, তোমার পাপ তোমার ঘাড়েই চাপবে। দ্বীন অনুযায়ী চলা-ই রক্ত-মাংসে গড়া তোমার এ শরীরের জন্য নিরাপদ। অন্যথা নিশ্চিত ভোগ করতে হবে অনন্ত অগ্নির শাস্তি, অবিরত ভয়ংকর শাস্তির পরিক্রমায় যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে এ শরীর, এভাবে অনন্তকাল শাস্তি আস্বাদন করতে থাকবে এ পাপী প্রাণ, কখনো এ প্রাণের মৃত্যু আসবে না; বরং শাস্তিই পেতে থাকবে অবিরত।'[১]

---

১. আল-হাসান আল-বসরি : ১০১

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

أما بعد :

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুলের ওপর।

আল্লাহ তাআলা এ দুনিয়াকে অবস্থানের আবাস বানাননি। দুনিয়াকে বানিয়েছেন সফর বা অতিক্রমের জায়গা। এরপরেই তিনি হিসাব নেবেন। তারপর প্রতিদান দেবেন। এ দুনিয়ায় আমাদের সর্বশেষ নিশ্বাসগুলো নেওয়ার সময়টিই আমাদের অন্তিম মুহূর্ত। অন্তিম মুহূর্তে মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির ওপর নেমে আসে নানান কঠিন ও ভয়াবহ বিপদ। বস্তুত, তাকেই তো সত্যিকারের বিচক্ষণ বলা যায়, যে অন্যের অন্তিম মুহূর্তের অবস্থা দেখে নিজেকে সংশোধন করে নেয়। তো এমন কঠিন সময় মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির প্রিয়জনদের কী করণীয় হবে? কী আমলে ব্যস্ত থাকবে, যাতে করে মুমূর্ষু ব্যক্তি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে, প্রতীক্ষায় থাকতে পারে মৃত্যুর সাক্ষাতের?

প্রিয় পাঠকের জন্য সেসব অবস্থার বিভিন্ন দিক চয়ন করেই সাজিয়েছি এ পুস্তিকাটি। এর শুরুভাগেই রয়েছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্তিম মুহূর্তের বর্ণন। এরপর একে একে এসেছে এ সম্পর্কে সাহাবিগণ ও সালাফের বিভিন্ন ঘটনা-বিবরণ; যাতে করে পাঠক একটু সচেতন হতে পারে, দেখেশুনে কদম ফেলে, সাবধান থাকে অন্তিম মুহূর্তে। এসব ঘটনা এক একটি ভয় ও শঙ্কার চিত্র। এখানে রয়েছে উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য উপদেশ। উদাসীনদের জন্য জাগরণী বার্তা। এটি أين نحن من هؤلاء؟ -সিরিজের বারোতম বই। আমার অন্য আরেকটি বই لحظات ساكنة-এর ওপরে এ পুস্তিকাটি আধারিত।

আল্লাহর কাছে একান্ত প্রার্থনা, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যেন হয় দুনিয়ার জীবনে আমাদের শেষ বাক্য। আপনার আনুগত্যে আমাদের অটল-অবিচল রাখুন। আমাদের সর্বশেষ দিনগুলোকে আমাদের জন্য সর্বোত্তম করুন। আমাদের সর্বশেষ আমলকে কবুল করুন সর্বাধিক উত্তম আমল হিসেবে। মৃত্যুযন্ত্রণার বিপদকে বানান আমাদের পাপ মোচন ও মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমরূপে এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্তে আমাদের আপনি আগলে রাখুন আপনার পরম মায়ায়।

- আব্দুল মালিক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আল কাসিম

হৃদয়ের আকুতি

আমার প্রিয় ভাই,

প্রতিটি মুহূর্তই তুমি সফর করে চলছ। অন্যদের অভিজ্ঞতা যাচাই করছ। পর্যবেক্ষণ করছ পূর্ববর্তীদের পথচিহ্ন। এসো, পাঁচ কি দশ মিনিট সময় সফর করবে আমাদের সাথেও। চলো, তাহলে একটি স্টেশন দেখে আসি, যে স্টেশন তোমাকে অতিক্রম করতে হবে একান্ত একাকী। হ্যাঁ, সেখানে তোমাকে একাই অবস্থান করতে হবে। তুমি চাও বা না-ই চাও—সে স্টেশন, সে মুহূর্ত অবশ্যম্ভাবী। সে মুহূর্তটি তোমার জীবনে নিশ্চিত আসবেই।

সেটি এমন এক স্টেশন, যা মুমিন-কাফির, নেককার-পাপী, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলকেই অতিক্রম করতে হবে। এমনকি নবি-রাসুলদেরকেও সে ভয়ানক স্টেশন ও বিপজ্জনক মুহূর্তগুলো অতিক্রম করতে হয়েছে।

সে অন্তিম মুহূর্তটি আমার ও তোমার দিকে ক্রমেই ধেয়ে আসছে। এ স্থান, এ মুহূর্তটি আমাদের পূর্বে অনেকে অতিক্রম করেছেন। তারা স্বচক্ষে একে অবলোকন করেছেন। একে জেনেছেন তার স্বরূপে। তারা এর স্বাদ আস্বাদন করেছেন। তাদের পান করতে হয়েছে এ যন্ত্রণার পেয়ালা। এসো, আমরা আজ তাদের চোখে একে দেখি, তাদের কানে একে শুনি, সে মুহূর্তগুলো যাপন করে আসি তাদের মতোই।

সামনের ঠিকানা

তুমি অবশ্য বিচক্ষণ-জ্ঞানী। চলছ অন্যদের দৃষ্টিসীমায়, তাদের অভিজ্ঞতা জানার অভিপ্রায়ে। আর বই-পুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি করছ পূর্ববর্তীদের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত হবে বলে। এসো, দেখো—তাদের জীবনের সমাপ্তি, কেমন তাদের অন্তিম মুহূর্তটি। মানি, তুমি অনেক পড়েছ, অনেক শুনেছ। তারপরও আমার দুটি কথা শোনার আশায় একটু কান পেতে দাও। আঁখিযুগল নিবদ্ধ করো। আমার সঙ্গে সফর করো কিতাবের পরতে পরতে।

হ্যাঁ, এটি তাদের সময় অতিক্রমের সফর, যাদের অন্তিম মুহূর্ত এসে গিয়েছিল, যাদের কাছে মৃত্যুদূত মৃত্যু নিয়েই হাজির হয়েছিল। এটি জীবনের সফর। এ সফর একসময় শুরু হয়েছিল তোমারও। অচিরেই তুমি দেখতে পাবে, এ সফরের নিশ্চিত অবসানও। তোমার শেষ সমাপ্তিকে এ কিতাবের পরতে পরতে দেখে নাও। বেছে নাও কেমন হবে তোমার অন্তিম মুহূর্ত।

ভয় যেন তোমাকে অস্থির না করে তোলে। কারণ, মৃত্যুকে ফেরাতে তা কোনোই কাজে আসবে না। ভয় মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। তুমি বরং তাদের শেষ মুহূর্তগুলো নিয়ে ভাবো। নিজেকে তাদের একজন মনে করো। কারণ, প্রত্যেক প্রাণীরই আছে একটি নিশ্চিত সমাপ্তি। জন্ম নিলে মৃত্যু যে অবধারিত। অন্তিম মুহূর্তের এ স্মরণিকাতে হয়তো তোমারও কিছু উপদেশ অর্জিত হবে। একদিন তোমাকেও মরতে হবে, তুমিও হবে কবরবাসীদের একজন।

এসো, এ সফরে আমরা একে অপরের হাত ধরি। পরস্পরে অন্তরঙ্গ হই। কেননা, আমরা যে একই পথের পথিক।

মৃত্যুর যন্ত্রণা এবং সে মুহূর্তটি কেমন?

এখন আমাদের এ সফরে আমরা চলব নবি-রাসুল ও সালেহিনদের সাথে। দেখব, মৃত্যুর সময় তাদের অবস্থা কেমন ছিল? কেমন কষ্ট-ক্লেশ আপতিত হয়েছিল তাদের ওপর? কারণ, প্রাণ বের হওয়ার অনেক কষ্ট, অনেক বেদনা! প্রাণ তো শরীর থেকে বের করা হয়। তার সঙ্গে শিরা-উপশিরা মারাত্মকভাবে টান খেয়ে যায়। কখনো মৃত ব্যক্তি দেখেছ? যখন মৃত্যু আসে, কেমন গুরুতর অবস্থা হয় তার? ব্যথার প্রচণ্ডতায় তখন তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে রয়, তার শত চিৎকার নীরবতার দেয়াল ভাঙতে অপারগ হয়।

এটি ভীষণ এক অবস্থার স্পষ্ট বর্ণনা। এটি এমন এক স্টেশন, যা বারবার আসে না।

হ্যাঁ, এটি মৃত্যুর দৃশ্য, মৃত্যু উপস্থিত হবার মুহূর্ত, অন্তিম মুহূর্ত। প্রাণ যখন কণ্ঠনালিতে এসে পৌঁছবে। প্রত্যেক গ্রন্থি-জোড় আলাদা হয়ে যাবে। বক্ষ

থেকে বের হবে গরগর আওয়াজ। চোখ থেকে নামবে অশ্রুর বান। তখনই, ঠিক তখনই, বিচ্ছেদ নিশ্চিত হয়ে যাবে। এই নিশ্চয়তা আসে উভয় পা গুটিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। এবং তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলার সময়। দুনিয়াতে পা ফেলার সম্ভাব্যতা হারানোর মাধ্যমে যেন তুমি আমল করার এ জীবনকে ছেড়ে অগ্রসর হচ্ছ হিসাব ও প্রতিদানের দিকে। মহান আল্লাহ সুন্দরভাবে এ দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন।

﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾

'আর এক পায়ের নলা অপর পায়ের নলার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে।'[২]

তখনই শুরু হয়ে যাবে পরকালের যাত্রা। শুরু হবে হিসাব ও প্রতিদানের সফর।

﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾

'সেদিন সবকিছুর যাত্রা হবে তোমার প্রতিপালকের পানে।'[৩]

যে ব্যক্তি নিজ জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট, সে যেন নিজের প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে চিন্তা করে দেখে। যে ব্যক্তি নিজের জীবন নিয়ে অতিষ্ঠ, সেও যেন নিজের প্রত্যাবর্তনস্থলের কথা ভাবে। যার মধ্যে হিসাবের দিনের লজ্জার ভয় আছে, সে যেন একটিবার ভেবে দেখে।

যে বাস্তবতা কেউই অস্বীকার করে না

মৃত্যু এক ভয়াবহ কঠিন বাস্তবতা। মৃত্যু প্রত্যেক প্রাণীরই মুখোমুখি হবে। কেউ এটাকে ফেরাতে পারবে না। কারোই নেই তা প্রতিহত করার ক্ষমতা। মৃত্যু প্রতিটি মুহূর্তে আনাগোনা করে, কাল-পরিক্রমার পিছে পিছেই চলতে থাকে। সে ছোট-বড়, ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল, সুস্থ-অসুস্থ সকলের সাথেই সাক্ষাৎ করবে। তাই তো মহান আল্লাহ বলেছেন,

---

২. সুরা কিয়ামাহ : ২৯
৩. সুরা কিয়ামাহ : ৩০

﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

'বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমাদের দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারীর নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।'[৪]

জীবনের সমাপ্তি একটিই। আর সকলেই মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾

'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে।'[৫]

অবশ্য এরপরে ঠিকানা হবে ভিন্ন ভিন্ন।

﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾

'একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[৬]

মহান আল্লাহ এক বিরাট ও মহান উদ্দেশ্যে জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾

'যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে উত্তম আমলকারী। তিনি মহা শক্তিধর, অতি ক্ষমাশীল।'[৭]

---

৪. সুরা জুমুআহ : ০৮

৫. সুরা আলে ইমরান : ১৮৫

৬. সুরা শুরা : ০৭

৭. সুরা মুলক : ০২

আল্লাহ তাআলা চারটি আয়াতে মৃত্যুযন্ত্রণার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন।

[এক]

﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾

'মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে।'[৮]

[দুই]

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. ﴾

'যদি আপনি দেখেন, যখন জালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় আক্রান্ত হবে।'[৯]

[তিন]

﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴾

'অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয়।'[১০]

[চার]

﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴾

'সাবধান, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে।'[১১]

মহান আল্লাহ এক আশ্চর্যকর বিবরণ ও ধারাবাহিক চিত্রের মাধ্যমে মৃত্যুর দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন।

﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ * وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ *
وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ * إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. ﴾

---

৮. সুরা কাফ : ১৯
৯. সুরা আনআম : ৯৩
১০. সুরা ওয়াকিআ : ৮৩
১১. সুরা কিয়ামাহ : ২৬

'সাবধান, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। বলা হবে, কে তাকে রক্ষা করবে? দুনিয়া হতে বিদায়ের ক্ষণ যে এসে গেছে। পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে। অবশেষে আপনার পালনকর্তার নিকট নীত হবে।'[১২]

এবং অপর আয়াতে অতি চমৎকার করে আবার বলছেন,

﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ * وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴾

'মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। যা থেকেই বাঁচার জন্য ইতঃপূর্বে তুমি টালবাহানা করতে। অতঃপর শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন এক ভীষণ ভয়ংকর দিন হবে।'[১৩]

হে ভাই, তুমি কি জানো, কে এই মৃত্যুযন্ত্রণা আনয়নকারী? সে সে সত্তা, যাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং তার থেকে পলায়নের কোনো পথ নেই। কোনো কৌশল এ ক্ষেত্রে কাজে আসবে না। উপকারে আসবে না কোনো মাধ্যমই। নিশ্চয় এ মৃত্যুযন্ত্রণা তোমার দুনিয়া থেকে সমাপ্তির সূচনা। পরকাল অভিমুখে ও তার পথে প্রবেশ করা। শত আশা, বড় বড় অট্টালিকা পেছনে ফেলে আসা। পরিবারপরিজন, ধন-সম্পদ সবকিছুই পেছনে ফেলে রাখা।

হয়তো পুরস্কার, নয়তো কঠিন শাস্তি

মৃত্যুর সাক্ষাৎ ব্যথা-বেদনাভরা এক ভয়ানক সময়। এরপরে আছে হয়তো পুরস্কার, নয়তো কঠিন শাস্তি। যদি তুমি সুখ-শান্তি ও সচ্ছলতায় থেকেও মৃত্যুর আগমন নিয়ে ভাবতে, তবে তোমার দুনিয়ার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত। দুনিয়া তোমার কাছে নগণ্য মনে হতো। তুচ্ছ হয়ে যেত তার বিশালতা। তোমার আনন্দ পরিণত হতো বেদনায়। সুখ-শান্তি হয়ে উঠত অশান্তিময়। কেনই বা হবে না? তুমি যে ধন-সম্পদ, পরিবারপরিজন ও

---

১২. সুরা কিয়ামাহ : ২৬-৩০

১৩. সুরা কাফ : ১৯-২০

প্রিয়জন সবাইকে ছেড়ে হিসাব ও প্রতিদানের দেশে পাড়ি জমাচ্ছ। এ এমন বিপদ, যার সামনে দুনিয়ার সব ভয়ানক বিপদও অতি ক্ষুদ্র, একেবারেই তুচ্ছ। অবশেষে দীর্ঘ কঠিন এক সফরের মধ্য দিয়ে মানুষ দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তাদের এ সফরের সমাপ্তি ঘটবে।

﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾

'একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[১৪]

হাকিম ইবনে নুহ রহ. তার জনৈক সঙ্গীকে বলেন,

'আমরা তখন সমুদ্র ভ্রমণে। মালিক ইবনে দিনার রহ. পুরো একটি রাত হেলান দিয়ে বসে বসে কাটালেন। সে রাতে না তিনি কোনো নামাজ-কালাম পড়লেন; না কোনো দুআ-দুরুদ পড়লেন। সকাল হলে তাকে বললাম, "হে মালিক, রাত তো অনেক দীর্ঘ ছিল। কিন্তু আপনি কোনো নামাজও পড়লেন না, দুআও করলেন না?" এ শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর বললেন, "যদি সৃষ্টিজীব জানত, ভবিষ্যতে সে কীসের মুখোমুখি হবে, তাহলে কখনো সে জীবনযাপনে স্বাদ অনুভব করত না। আল্লাহর শপথ, আমি যখন রাতের ভয়াবহতা ও তার প্রচণ্ড অন্ধকার লক্ষ করলাম, তখন আমার কবরে অবস্থানের কথা এবং কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা স্মরণ হলো। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। পিতা পুত্রের কোনো কাজে আসবে না। পুত্রও পিতার কোনো উপকার করতে পারবে না।" এরপর তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছে করলেন, ততক্ষণ কাঁপতে থাকলেন। অতঃপর শান্ত হলেন। আমার সাথিরা জাহাজের মধ্যেই আমাকে দোষারোপ করে বলল, "আপনি জানেন, তিনি পরকালের কথা সহ্য করতে পারেন না; কি জন্য তাকে এসব বলে অস্থির করতে গেলেন?" তিনি বলেন, "এরপর থেকে আমার মনে পড়ে না, আমি কখনো তাকে কোনো কিছু স্মরণ করে দিয়েছি।"'[১৫]

---

১৪. সুরা শুরা : ০৭
১৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/১৮

নিশ্চয় মৃত্যুর মুহূর্ত ও তার পরবর্তী অবস্থা নিয়ে সর্বদা ভয় ও ভাবনায় থাকা, নেক আমল ও তাওবার মাধ্যমে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা, এগুলো হচ্ছে উত্তম মানবের গুণ। এগুলোই পুণ্যবানদের সাধনা।

কিন্তু এখন তো আমরা আমাদের জীবন-সময়কে নষ্ট করে চলেছি এবং আমাদের সময়গুলোকে অনর্থক কাজে ব্যয় করছি। এমন কাজে আমাদের সময় ব্যয় হচ্ছে, যার পরে কোনো উপকারিতা নেই, নেই কোনো ফায়দা। এতেই ক্ষান্ত নই আমরা; বরং আমরা এ নিয়েই আনন্দিত ও উৎফুল্ল। তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ, তোমার সময়কে কীভাবে নষ্ট করছ এবং তোমার জীবনকে কোন কাজে ব্যয় করছ?

আমাদের তামাশা আর অট্টহাসি বন্ধ হবে কি?

হাসান বসরি রহ. যাওয়ার পথে। এক লোককে হাসতে দেখে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'ভাতিজা, তুমি কি পুলসিরাত পার হয়েছ?'

- 'না।'

: 'তবে তুমি কি জেনে ফেলেছ, জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে?'

- 'না।'

হাসান রহ. এরপর বললেন, 'তাহলে এত হাসি কী কারণে? ব্যাপারটি খুবই ভয়াবহ। আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে রাখুন।' এরপরে লোকটিকে মৃত্যু অবধি আর হাসতে দেখা যায়নি।[১৬]

প্রিয় ভাই,

আর কোন সফর আছে, যা এই সফরের চেয়ে দীর্ঘ? তুমি কি জানো, এ সফরে কোন পাথেয়ের প্রতি তুমি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে? নিশ্চয়, হে প্রিয়, সে পাথেয় পরকালের পাথেয়।

---

১৬. আল-হাসান আল-বসরি : ৬৯

﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾

> 'আর তোমরা পাথেয় সঙ্গে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি।'[১৭]

যেহেতু আমরা এখনো মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিনি, তাই মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার আগে আমরা এর কষ্ট ও ব্যথা-বেদনা বুঝতেও পারব না। আমাদের প্রত্যেকেই ওই সংকটময় মুহূর্ত ও ভয়াবহ সময়গুলো পার করবে। তখন শ্বাস-প্রশ্বাস টান টান হবে। আঁখিযুগল থাকবে অস্থির, বিগলিত। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে অন্তিম মুহূর্ত, মৃত্যুর মুহূর্ত।

তখন তোমার দৃষ্টি খুলে যাবে। তুমি দেখতে পাবে, মালাকুল মাওত তোমার শিয়রে দাঁড়িয়ে। এখন চিন্তা করো, সেই সময়টা কেমন হবে?

আমরা তো এখনো মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিনি, তাই জানিও না সে যন্ত্রণা, সে দুর্ভোগ কেমন হবে। কেমন হবে?

মৃত্যু কেমন?

মৃত্যু ও তার জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুটা অনুমান করার জন্য আমরা এখন সালাফের অন্তিম মুহূর্তের কিছু চিত্র অবলোকন করব। আমর ইবনুল আস রা. মৃত্যুক্ষণে উপস্থিত হলেন। ছেলে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'মৃত্যুযন্ত্রণা কেমন?' তিনি বললেন,

'আল্লাহর শপথ, আমার পিঠকে যেন একটি শক্ত তখতার ওপর রাখা হয়েছে। আর আমি সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে শ্বাস নিচ্ছি। অপরদিকে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি কাঁটাযুক্ত ডাল টেনে হেঁচড়ে নেওয়া হচ্ছে।'[১৮]

উমর রা. কা'ব রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন,

> 'আমাকে মৃত্যুর কষ্ট সম্পর্কে কিছু বলুন।'

---

১৭. সুরা বাকারা : ১৯৭
১৮. জামিউল উলুম : ৪৪৯

কা'ব রা. তখন বললেন,

'হে আমিরুল মুমিনিন, মৃত্যু হচ্ছে বনি আদমের পেটে ঘন কাঁটাবিশিষ্ট একটি শুকনো গাছ। যার কোনো শিকড় নেই, জোড়া-গ্রন্থিও নেই। আর মৃত্যুদূত হচ্ছে শক্ত বাহুবিশিষ্ট এক বিশাল মানব। সে এসে অনেক চেষ্টা-সাধনা করে সেই গাছকে উপড়ে ফেলছে।'

এ বিবরণ শুনে উমর রা. কেঁদে ফেললেন। এই হলো মৃত্যু। এই হলো তার যন্ত্রণা। সেই সময় আরেকটি ভাবনা তোমায় ছিঁড়ে খুবলে খাবে। তুমি কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, জান্নাত নাকি জাহান্নাম—কোনটি তোমার আবাস হবে?

প্রিয় ভাই,

নিশ্চয় মৃত্যু এক ভয়াবহ ঘটনা, কদাকার অবস্থা। যার স্বাদ খুব বিরক্তিকর, খুবই বিস্বাদ। যা সমস্ত স্বাদ-বিনষ্টকারী। সকল আরাম-আয়েশ দূরকারী। এবং সব ধরনের কষ্ট আনয়নকারী। সে তো তোমার সকল শিরা-উপশিরাকে বিচ্ছিন্ন করে ছাড়বে। তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলবে এবং তোমাকে বিধ্বস্ত করে দেবে একেবারে সমূলে। নিশ্চয় তা একটি ভয়ংকর ব্যাপার। তার দিনটাও হবে এক ভীষণ ভয়ংকর দিন।

হে প্রিয়,

তুমি জেনে রেখো, যদি অসহায় বান্দার সামনে মৃত্যুযন্ত্রণা ছাড়া ভয়ভীতি ও দুঃখ-কষ্টের কিছুই না থাকত, তবে এতেই তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত; আনন্দ হয়ে দাঁড়াত বিরক্তির কারণ; দূর হয়ে যেত তার সকল অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা। তখন সে শুধু মৃত্যু-চিন্তায় ডুবে থাকত। এবং এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাই তার প্রধান ও বড় কাজ হয়ে দাঁড়াত।[১৯]

কেনই বা এমন হবে না! আমরা তো জানি, মৃত্যুর পরেই রয়েছে কবর ও তার অন্ধকার। পুলসিরাত ও তার সূক্ষ্মতা। হিসাব ও তার কঠোরতা। এ সবই তো শুধু ভয় আর ভয়। এক বিপদের পর অন্য বিপদ। ভয়াবহতার

---

১৯. আল-ইহইয়া : ৪/৪৯০

এক ভীষণ ধারাবাহিকতা। এটি এমন এক সফর, যা সকলকে নিয়ে একটি স্টেশনে গিয়ে থামবে। এ স্টেশন শেষ স্টেশন। এরপরে আর কোনো স্টেশন নেই। সে স্টেশন হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম!

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন,

‘জনৈক বাদশা ভ্রমণে বের হবার ইচ্ছে করল। তাই পরিধানের কাপড় চাইল। তাকে যে কাপড় দেওয়া হলো সেটা তার পছন্দ হলো না। সে আবারও আদেশ করল কাপড় আনার জন্য। এভাবে কয়েক বার বাছাই করার পর তার পছন্দসই সুন্দর কাপড়টি পরিধান করল। এবার সে আরোহণের পশু চাইল। আগের মতো খুব দেখেশুনে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ঘোড়ায় চেপে বসল। এরপর ইবলিস এসে ফুঁ দিল তার নাকের ছিদ্রে। তার ভেতরে অহংকার ঢুকিয়ে দিল। এবার সে তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রওয়ানা হলো। আর অহংকার এতটাই তাকে পেয়ে বসল যে, এ কারণে সে মানুষের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিল না।

পথিমধ্যে এক জীর্ণশীর্ণ লোক এসে তাকে সালাম দিল। সে সালামের কোনো উত্তরই দিল না। আগন্তুক তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। তখন সে বলল, “ঘোড়ার লাগাম ছাড়ো। তুমি অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছ।” আগন্তুক বলল, “তোমার কাছে আমার একটা প্রয়োজন আছে।” সে বলল, “আমাকে নামতে দাও।” আগন্তুক বলল, “না, এখনই।” এবং তার লাগাম ধরে তাকে ধমক দিল। এবার বাদশা বলল, “আচ্ছা বলো।” আগন্তুক বলল, “এটি গোপন কথা।” বাদশা মাথা এগিয়ে দিল। আগন্তুক তার কানে কানে বলল, “আমি মালাকুল মাওত!” মুহূর্তেই বাদশার মুখের রং বিবর্ণ হয়ে গেল। তার জিহ্বা কাঁপতে কাঁপতে বলল, “আমাকে সামান্য সুযোগ দিন। আমি পরিবারের নিকট ফিরে গিয়ে আমার প্রয়োজন পূরণ করে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।” মালাকুল মাওত বলল, “না। আল্লাহর শপথ, তুমি কিছুতেই তোমার পরিবার ও ধন-সম্পদ দেখতে পাবে না। আর কখনো দেখতে পাবে না।” এরপর তার জান কবজ করা হলো আর দেহ নিথর হয়ে পড়ে গেল।

এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা সেখান থেকে এক মুমিন বান্দার কাছে গেল এবং তাকে সালাম দিল। সে তার সালামের জওয়াব দিল। ফেরেশতা তাকে বলল, "আপনার কাছে আমার একটা প্রয়োজন আছে, আর বিষয়টা আপনার কানে কানে বলব।" সে বলল, "আসুন।" মৃত্যুর ফেরেশতা তার কানে কানে বলল, "আমি মৃত্যুর ফেরেশতা!" তখন সে বলল, "স্বাগতম, আপনার আগমন শুভ হোক। আমি দীর্ঘ দিন থেকে আপনার অপেক্ষায় আছি। আল্লাহর শপথ, পৃথিবীতে আপনার সাক্ষাতের চেয়ে অন্য কারও সাক্ষাৎ আমার কাছে এত প্রিয় ছিল না।" তখন মালাকুল মাওত বলল, "আপনি যে প্রয়োজনে বের হয়েছেন, তা পুরা করে আসুন।" সে বলল, "আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের চেয়ে বড় ও প্রিয় কোনো প্রয়োজন আমার নেই।" মৃত্যুর ফেরেশতা বলল, "আপনি একটি পছন্দমতো অবস্থা বেছে নিন, যে অবস্থায় আমি আপনার জান কবজ করব।" এ কথা শুনে সে বলল, "আপনি কি এটা করতে পারবেন?" মালাকুল মাওত বলল, "হ্যাঁ, আমি এভাবেই আদিষ্ট হয়েছি।" ওই মুমিন বলল, "তাহলে আমাকে সুযোগ দিন, আমি অজু করে সালাত আদায় করব আর আপনি সিজদারত অবস্থায় আমার জান কবজ করবেন।" অতঃপর সিজদারত অবস্থায় তার জান কবজ করা হলো।'[২০]

সাবধান, আল্লাহর শপথ করে বলছি। একদিন এমন আসবে, যেদিন অন্যদেরও এসেছে। তাদের ওপর দিয়ে যেমন অবস্থা গত হয়েছে, তোমার ওপরও অনুরূপ আসবে। তাই শিক্ষা নাও।

দুটি ভয়ংকর দিন আর দুটি ভয়ংকর রাতের কথা

আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন,

'শুনে রাখো, আমি তোমাদের এমন ভয়ংকর দুটি দিন ও দুটি রাতের কথা বলব, এগুলোর মতো ভয়াবহ রাত ও দিনের কথা সৃষ্টিজীবের মধ্যে কেউ কখনো শোনেনি।

---

২০. আল-ইহইয়া : ৪/৪৯৬

প্রথম দিনটি হলো, যেদিন তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার কাছে একজন সংবাদদাতা আসবে। সেদিন হয়তো সে তোমার জন্য মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সুসংবাদ নিয়ে আসবে, নয়তো নিয়ে আসবে তাঁর ক্রোধের দুঃসংবাদ।

দ্বিতীয় দিনটি হলো, যেদিন আমলনামা হাতে তোমাকে তোমার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে হবে। সেদিন হয়তো আমলনামা তোমার ডান হাতে থাকবে, নয়তো থাকবে তোমার বাম হাতে।

প্রথম রাত হলো, যে রাতে প্রথম তোমাকে কবরে থাকতে হবে, ইতঃপূর্বে যেখানে তুমি কখনো রাত্রিযাপন করোনি।

দ্বিতীয় রাতটি হলো, যে রাতের পরের সকাল হবে কিয়ামতের ভয়াবহ দিন।'[২১]

ঠিকই এসেছিল অন্তিম বিদায়ের আভাস

বর্ণিত আছে,

দাউদ আ.-এর নিকট যখন মালাকুল মাওত আসলো, তখন তিনি বললেন, 'আপনি কে?' সে বলল, 'আমি এমন ব্যক্তি, যে কোনো রাজা-বাদশাহকে ভয় করে না, কোনো মজবুত দুর্গই যাকে আটকাতে পারে না এবং যে কারও কাছ থেকে কোনো ঘুষ গ্রহণ করে না।' তিনি (দাউদ আ.) বললেন, 'তাহলে আপনি মালাকুল মাওত।' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'আপনি আমার কাছে চলে এসেছেন, অথচ আমার প্রস্তুতি এখনো শেষ হয়নি।' মালাকুল মাওত বলল, 'হে দাউদ আ., আপনার অমুক নিকটাত্মীয় কোথায়? আপনার অমুক প্রতিবেশী কোথায়?' তিনি বললেন, 'তারা মারা গেছে।' সে বলল, 'তাদের মৃত্যুর মধ্যে কি আপনার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য শিক্ষা ছিল না?'[২২]

---

২১. আত-তাজকিরাহ বি আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ : ৩০০

২২. আত-তাজকিরাহ : ২০৪

প্রিয় ভাই,

তোমার জীবন একেবারে অল্প কয়েক দিনের। নির্দিষ্ট কিছু মুহূর্তের। হিসেব করা কয়েকটি শ্বাস-প্রশ্বাসের। তুমি যদি সারা দুনিয়ার সকল সম্পদের বিনিময়ে তোমার নির্ধারিত সময়ের বাইরে এক মুহূর্ত পরিমাণ সময় দুনিয়ায় থাকতে চাও, তোমাকে সেই সুযোগ দেওয়া হবে না। তাহলে কেন তুমি আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে অযথা সময় নষ্ট করছ? কেন খেল-তামাশায় মেতে থেকে জীবনের মহা মূল্যবান সময়টুকু শেষ করে দিচ্ছ? তোমার এ মুহূর্তগুলো বড়ই মূল্যবান। এ সময়গুলোই তোমার জীবন। আবু হাজিম রহ. বিষয়টি এভাবে বলেছেন,

'নিশ্চয় আখিরাতের পণ্যের বাজারে একেবারে মন্দা যাচ্ছে। তাতে কম-বেশি বিনিয়োগ করার মতো মানুষ খুবই কম। মানুষের মাঝে এবং তার আমলের মাঝে যখন দেয়াল তৈরি করে দেওয়া হবে, যখন তার মৃত্যু হবে, তখন আফসোস আর পরিতাপ করা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। বারবার এই কামনা করা হবে, হায়, যদি আমাকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হতো, তাহলে আমি আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করতাম! কিন্তু তার এই আফসোস ও ফিরে আসার কামনা কোনো কাজেই আসবে না। এ যে বড্ড দুরাশা!' [২৩]

সালাফের অন্তিম মুহূর্ত

মৃত্যু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আজ হোক বা কাল, আমাদের সকলকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। সকলকেই পান করতে হবে মৃত্যুর পেয়ালা। আমরা এখন সালাফের মৃত্যু-পূর্ববর্তী অবস্থা নিয়ে কিছু সময় আলোচনা করব। যাতে করে তাঁদের মৃত্যু-পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা আমাদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি।

---

২৩. জামিউল উলুম : ২/৩৯০

প্রিয় নবিজির অন্তিম মুহূর্তের বাণী :

আমাদের নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নবি-রাসুলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনি। সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম ও সম্মানিত। কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণা তাঁকেও ভোগ করতে হয়েছিল।

ইনতেকালের পূর্ব সময়ে। অন্তিম মুহূর্তে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার পানির পাত্রে হাত দিয়ে নিজের চেহারা মুছে নিচ্ছিলেন। আর বলছিলেন,

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ

'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয় মৃত্যুর যন্ত্রণা অনেক কঠিন।'[২৪]

ফাতিমা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে। এ কষ্ট ও যন্ত্রণা দেখে তিনি বললেন, 'হায়, আমার বাবার কত কষ্ট হচ্ছে!'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ

'আজকের পর তোমার বাবার আর কোনো কষ্ট নেই।'[২৫]

ভাই! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব, সৃষ্টিজীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত মানবের অন্তিম মুহূর্তের অবস্থার বর্ণনা এটি। যার আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এ বর্ণনা তাঁর অন্তিম মুহূর্তের।

কতিপয় সাহাবির অন্তিম মুহূর্তের কথা :

আবু বকর রা.। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খলিফা। জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। আয়িশা রা. তাঁকে এই কবিতার মাধ্যমে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন,

---

২৪. সহিহ বুখারি : ৪৪৪৯, ৬/১৩
২৫. সহিহ বুখারি : ৪৪৬২, ৬/১৫

أَعَاذِلَ مَا يُغْنِي الْحَذَارُ عَنِ الْفَتَى

إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

'যখন শ্বাস কণ্ঠনালিতে চলে আসে।
যখন বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যায়।

তখন এমন মানুষের জন্য তিরস্কারকারীর সতর্কবার্তার
আর কী প্রয়োজন হয়!'

তখন আবু বকর রা. বললেন,

'হে মেয়ে, বিষয়টি এমন নয়। বরং তুমি বলো,

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾

"মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। যা থেকে তুমি টালবাহানা করতে।"[২৬]

অতঃপর তিনি বললেন,

'আমার এই যে কাপড়গুলো তোমরা দেখছ। এগুলো ধুয়ে নাও। এগুলো দিয়েই আমার কাফন দিও। কারণ, মৃতদের চেয়ে জীবিতরাই নতুন কাপড়ের বেশি মুখাপেক্ষী।'[২৭]

উমর রা.। যার উপাধি ফারুক। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণায়ক। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। খুলাফায়ে রাশিদার দ্বিতীয়জন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের অন্যতম। অন্তিম মুহূর্তে তাঁর অবস্থা। মৃত্যুর পূর্বে মাটির সাথে মাথা ঠেকিয়ে বলেন, 'হায়, উমরের দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য তার মায়ের! হায়, যদি সে আল্লাহর সাথে সীমালঙ্ঘন না করত!'

---

২৬. সুরা কাফ : ১৯
২৭. ইমাম আহমাদ রহ. কৃত আজ-জুহদ, পৃষ্ঠা নং ৯০, হাদিস নং ৫৬৩

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. বলেন,

'যেদিন উমর রা. আহত হলেন, সেদিনের মতো কষ্ট আমি আমার বুঝ হওয়ার পর আর কখনো পাইনি। তিনি আমাদের নিয়ে জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করলেন। মানুষকে উত্তম অবস্থায় রেখে গেলেন তিনি। কিন্তু ফজরের সালাতে আমরা অপরিচিত কারও তাকবির শুনতে পেলাম। তিনি ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা.। অতঃপর যখন আমাদের সালাত শেষ হলো, বলা হলো, আমিরুল মুমিনিন আক্রান্ত হয়েছেন। যখন মানুষজন সালাত শেষ করল, তিনি তখন রক্তাক্ত অবস্থায় ছিলেন। ফজরের সালাত তখনও আদায় করেননি। আমি তাঁকে বললাম, "হে আমিরুল মুমিনিন, সালাত, সালাত।" এ শুনে তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ, কোনো বুদ্ধিমান মুসলিম সালাত ত্যাগ করতে পারে না।" তিনি সালাতের জন্য লাফ দিয়ে উঠতে চাইলেন, কিন্তু এতে তার ক্ষতস্থান থেকে পুনরায় রক্ত ঝরা শুরু করে।'

তিনি বললেন,

"হে মানবসকল, এ আঘাত কি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ করেছ?"

আলি রা. তখন তাঁকে বললেন,

"আল্লাহর শপথ, আমাদের প্রাণ আপনার প্রাণের জন্য উৎসর্গিত। আমাদের রক্ত আপনার রক্তের জন্য উৎসর্গিত। আপনার আঘাতকারী সম্পর্কে আমরা এখনো জানতে পারিনি।"

তখন তিনি (উমর রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর দিকে তাকালেন। তাঁকে বললেন, "তুমি বাইরে গিয়ে লোকজনকে তাদের মনের অবস্থা জিজ্ঞেস করো এবং আমার কাছে এসে সত্য ঘটনা বর্ণনা করবে।"

ইবনে আব্বাস রা. বের হলেন। পরে ফিরে এসে বললেন,

"হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ, আমি এমন কোনো নারী বা পুরুষ দেখিনি, যার চোখ আপনার জন্য

অশ্রু বর্ষণ করছে না। তারা সকলেই আপনার জন্য ক্রন্দন করছে। তাদের মাতা-পিতাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করছে। আর আপনার আঘাতকারী হলো মুগিরা ইবনে শুবা রা.-এর গোলাম। আপনাকে-সহ সে আরও বারো জনকে আহত করেছে। তারা সকলেই রক্তাক্ত অবস্থায় আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা করছে। হে আমিরুল মুমিনিন, জান্নাত আপনাকে স্বাগত জানাবে।"
তখন তিনি (উমর রা.) বললেন,

"হে আব্বাসের বেটা, এর মাধ্যমে আমাকে ধোঁকা না দিয়ে অন্য কাউকে গিয়ে ধোঁকা দাও।"

তখন ইবনে আব্বাস রা. বললেন,

"হে আমিরুল মুমিনিন, আমরা আপনার ব্যাপারে কেন এমনটি বলব না? আপনার ইসলাম গ্রহণ ছিল সম্মানের, আপনার হিজরত ছিল বিজয়ের, আপনার শাসনক্ষমতা ছিল ন্যায়পরায়ণতার আর আপনি নিহত হচ্ছেন মাজলুম অবস্থায়।"

তখন উমর রা. ইবনে আব্বাস রা.-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি এ ব্যাপারে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সাক্ষ্য দেবে?" উমর রা. ইতস্তত করছিলেন আর নিজেকে ব্যর্থ ভাবছিলেন।

তখন আলি ইবনে আবু তালিব রা. তাঁর পাশ থেকে বললেন,

"হ্যাঁ, হে আমিরুল মুমিনিন, আমরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট আপনার জন্য সাক্ষ্য দেবো।"

অতঃপর তিনি ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর দিকে তাকিয়ে বললেন,

"হে আমার ছেলে, তুমি আমার মাথা আর গাল মাটিতে রাখো।"

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন,

"আমি এ কথার অর্থ বুঝতে পারছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল, তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে অচেতন অবস্থায় এমনটি বলছেন। তিনি আমাকে আবারও

বললেন, "হে আমার ছেলে, তুমি আমার মাথা মাটিতে রাখো।" আমি এবারও এমনটি করিনি। তখন তিনি তৃতীয় বার আমাকে বললেন, "তোমার মা ধ্বংস হোক! তুমি আমার মাথা মাটিতে রাখো।" আমি তখন বুঝতে পারলাম, তিনি এখন সচেতন অবস্থাতেই আছেন। আহত হওয়ার কারণে নিজে পারছেন না বলেই আমাকে বলছেন। এরপর আমি তাঁর মাথা মাটিতে রাখলাম। আমি দেখলাম, তার দাড়ি মাটির সাথে লেগে আছে। তিনি এত পরিমাণে কাঁদছিলেন যে, চোখের পানিতে মাটি ভিজে গেছে। তিনি কী বলেন, তা শোনার জন্য আমার দু'কান পেতে রাখলাম। তিনি তখন বলছিলেন,

"হায়, উমরের দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য তার মায়ের! হায়, যদি সে আল্লাহর সাথে সীমালঙ্ঘন না করত।"' [২৮]

فلو كان هول الموت لا شيء * لهان علينا الأمر واحتُقِر الأمرُ

ولكنه حشر، ونشرٌ، وجنة * ونارٌ وما قد يستطيل به الخبرُ

'যদি মৃত্যুর বিপদ বলে কিছু না থাকত
তবে সবকিছুই সহজ হতো, সবকিছুই স্বাভাবিক হতো।
কিন্তু কেবল যে মৃত্যুতেই শেষ নয়,
মৃত্যুর সামনেও আছে অনেক কিছু।
হাশর আছে, নশর আছে, জান্নাত আছে।
আছে জাহান্নাম, আছে কত কিছু তার বর্ণনাও অনেক দীর্ঘ।'

উসমান ইবনে আফফান রা.। অন্তিম মুহূর্ত আজ তাঁর। শরীরের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে অবিরত। আর তিনি বলছেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَعِيْنُكَ بِكَ عَلَى أُمُوْرِيْ وَأَسْأَلُكَ الصَّبْرَ عَلَى بَلَائِي

২৮. তারিখু উমার : ২৪৫

'হে আল্লাহ, আপনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র। আর আমি তো জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ, আমি আমার সকল বিষয়ে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি। বিপদে ধৈর্যধারণের তাওফিক কামনা করি।'

নবি-রাসুলগণ (আলাইহিমুস সালাম), রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গী-সাথি—খুলাফায়ে রাশেদিন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবিগণ, অন্য সকল সাহাবি (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)—প্রত্যেককেই মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। তাহলে তোমার কী মনে হয়? যখন আমাদের ওপর মৃত্যু নেমে আসবে, তখন আমাদের অবস্থা কী হবে? হে আল্লাহ, আপনি সাহায্যকারী।

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফইয়ান রা. মৃত্যুর সময় বললেন,

'তোমরা আমাকে বসাও, অতঃপর তাকে যখন বসানো হলো। তখন তিনি আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করলেন, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করলেন। এরপর অধিক পরিমাণে কাঁদলেন এবং বললেন, "হে মুআবিয়া, তুমি এই বৃদ্ধ বয়স আর জীবনের পড়ন্ত বেলায় তোমার রবকে স্মরণ করছ! কেন এটা তোমার পূর্ণ যৌবনে হলো না?" এরপর তিনি জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন আর বললেন, "হে আমার রব, কঠিন হৃদয়ের অধিকারী এই অবাধ্য বৃদ্ধের ওপর রহম করুন। তার গুনাহ মাফ করুন, অপরাধগুলো ক্ষমা করুন। এমন এক বান্দার প্রতি আপনি দয়া করুন, যে আপনাকে ব্যতীত অন্য কারও নিকট কোনো কিছু আশা করে না এবং আপনি ব্যতীত অন্য কারও ওপর ভরসা করে না।"'[২৯]

আবু হুরাইরা রা. মৃত্যুর সময় কাঁদছিলেন, তখন তাঁকে বলা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বললেন,

'আমি তোমাদের এই দুনিয়ার জন্য কাঁদছি না। আমি কাঁদছি, আমার সফর অনেক দীর্ঘ হওয়া নিয়ে। কাঁদছি আমার নিকট পাথেয় অনেক কম থাকার কারণে। আমি এমন এক স্থানের ওপর রয়েছি, যার একদিকে জান্নাত

---

২৯. আস-সুবাত ইনদাল মামাত : ৮৯

আরেকদিকে জাহান্নাম। আমি জানি না, আমাকে কোথায় নেওয়া হবে; তাই আমি কাঁদছি।'[৩০]

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.-এর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান বলেন, 'মৃত্যু-পূর্ব রোগের সময়ে, অন্তিম সে মুহূর্তে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ বলতেন,

"হে আল্লাহ, নির্জনে মানুষদের কোলাহল থেকে দূরে আমার মৃত্যু দিয়ো। এমনকি আমার মৃত্যু যদি দিনেও হয়, তবুও।"

এরপর যেদিন তার মৃত্যু হলো, সেদিন আমি তাঁর কামরা থেকে পাশের কামরায় গেলাম। আমাদের দু'কামরার মাঝখানে শুধু একটা দরজার ব্যবধান ছিল। তিনি তাকিয়ার ওপর শুয়ে ছিলেন। তখন আমি শুনতে পেলাম, তিনি তিলাওয়াত করছেন,

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

"যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না, এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি। আর মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।"[৩১]

এরপর সব নীরব হয়ে গেল। আমি আর কোনো আওয়াজ শুনতে পাইনি, এমনকি তাঁর নড়াচড়ার আওয়াজও না। আমি তাঁর খাদেমকে বললাম, দেখো তো। তিনি ঘুমিয়ে গেলেন কি না? সে ঘরে প্রবেশ করেই চিৎকার করে উঠল। আমি দ্রুত সেখানে ছুটে গেলাম এবং দেখলাম তাঁর ইনতেকাল হয়ে গেছে।'[৩২]

---

৩০. আল-আকিবাহ : ১৩৫
৩১. সুরা কাসাস : ৮৩
৩২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/২৮৩

আল্লাহু আকবার, মৃত্যু কত দ্রুত আমাদের নিকট চলে আসে! অথচ আমরা উদাসীন, মৃত্যুর জন্য আমাদের কোনো ভাবনা নেই, কোনো প্রস্তুতি নেই!

﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ﴾

'বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবেই।'[৩৩]

হ্যাঁ। আমরা যেদিকেই যাই। যেখানেই আত্মগোপন করি না কেন। মৃত্যু একদিন আমাদের কাছে আসবেই। আমাদের পাকড়াও করবেই। যদি আমাদের এ কথা বলা হয় যে, কয়েক শত বছর পর তোমাদের মৃত্যু হবে। তবুও তো একটি দিন চলে গেলে একটি রাত অতিবাহিত হলে আমাদের চিন্তিত হওয়া দরকার এবং প্রতিনিয়ত আমাদের চিন্তা ও পেরেশানি আরও বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। কারণ, এই রাত-দিনের প্রস্থানই তো ধীরে ধীরে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে। কিন্তু আমাদের জীবন তো আরও ছোট, আমাদের হায়াত তো আরও অনেক কম। সাধারণত ষাট-সত্তর বছরের। বরং আমাদের কারও মৃত্যু তো এরও আগে হয়ে যায়। বার্ধক্যে পৌঁছার আগেই, যুবক বয়সে বা তারও আগে। কিন্তু মৃত্যুর জন্য আমাদের সেই চিন্তা কোথায়? মৃত্যুর জন্য আমাদের সেই প্রস্তুতি কোথায়?

আমরা কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত? আমরা কি সেই দীর্ঘ সফরের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করছি? মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কি আমরা প্রস্তুত আছি? আল্লাহর শপথ, মৃত্যুর পর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সংকীর্ণ কবর ও তার প্রশ্ন-উত্তর। এরপর কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা। তারপর হয়তো জান্নাত, নয়তো জাহান্নাম।

---

৩৩. সুরা জুমুআ : ০৮

মৃত্যুযন্ত্রণার সে সময় অটল থাকা বড়ই কঠিন

সাফওয়ান ইবনে সুলাইম রহ. বলেন,

‘মৃত্যু হলো মুমিনের জন্য দুনিয়ার ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তির মাধ্যম। মৃত্যুকে পার করেই দুনিয়ার কষ্ট থেকে মুক্তি; যদিও মৃত্যুর রয়েছে অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা। এ কথা বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন।’[৩৪]

মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা মৃত্যুর কষ্ট ও তার যন্ত্রণাকে হালকা করে। বিশেষ করে যখন মৃত্যুযন্ত্রণার কষ্ট দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনায় ফেলে দেয়, যখন মৃত্যুযন্ত্রণার কারণে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফিতনার আশঙ্কা করা হয়, তখন এ চিন্তা-ভাবনা কাজে আসে। সুফইয়ান সাওরি রহ. বলেন,

‘মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়ে কঠিন অন্য কিছু আমার কাছে নেই। আমার ভয় হয় যে, না জানি আমার মৃত্যুযন্ত্রণা অনেক কঠিন হয়, অতঃপর আমি তা সহজের জন্য দুআ করব, কিন্তু আমার দুআ কবুল না হলে তো তখন আমি ফিতনায় পড়ে যাব।’[৩৫]

সুফইয়ান রহ. সারা রাত কাঁদলেন। সকাল হলে লোকেরা তাকে প্রশ্ন করল, ‘এসবই কি গুনাহের কারণে?’ তখন তিনি মাটির একটি ঢিলা নিলেন আর বললেন, ‘গুনাহ তো এর চেয়ে হালকা। বরং আমি কাঁদছি খারাপ পরিণতি বা শেষটা মন্দ হওয়ার ভয়ে।’

এই বুঝটাই হলো মানুষের সবচেয়ে বড় বুঝ। এটি মানুষের সবচেয়ে বড় বুদ্ধির পরিচয়। মানুষ সর্বদা এই ভয়ে থাকবে যে, না জানি মৃত্যুর সময় তার পাপকাজগুলো তাকে না আবার ধোঁকা দেয়। তার মাঝে ও তার উত্তম সমাপ্তির মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

---

৩৪. আস-সিয়ার : ৫/৩৬৬
৩৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১৪৮

ইমাম আহমাদ রহ. আবু দারদা রা.-এর সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

আবু দারদা রা. মৃত্যুর পূর্বে অচেতন হয়ে পড়লেন। চেতনা ফিরে আসার পর তিনি এই আয়াত পড়লেন,

﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

> 'আমি ঘুরিয়ে দেবো তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে। যেমন তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত করে ছেড়ে দেবো।'[৩৬]

এ কারণেই সালাফ গুনাহের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতেন। এই ভয় করতেন যে, না জানি তা আবার তার মাঝে ও তার উত্তম পরিসমাপ্তির মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়।

তিনি বলেন,

'জেনে রেখো, যার গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়গুলো সঠিক রয়েছে, তার মন্দ পরিসমাপ্তি হবে না। যে লোক দেখানোর জন্য কোনো আমল করে না। বরং অন্তর থেকেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিলাভের আশায় সকল আমল করে। মন্দ পরিসমাপ্তি তো এমন ব্যক্তির হবে, যার ভেতর-বাইর সমান নয়, যার আকিদা সঠিক নয়, যে অবিরত কবিরা গুনাহ করতে থাকে, বড় বড় গুনাহ সর্বদা তাকে পরাজিত করে রাখে, ভালো কাজের ওপরে সে একেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। একসময় এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু এসে যাবে। তাওবা করার কোনো সুযোগ থাকবে না। সে সংশোধন হওয়ার আগেই তার মৃত্যু এসে যাবে। আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার আগেই তার সাথে মৃত্যুর সাক্ষাৎ হবে। ফলে শয়তান তার শেষ সময়ে তার ওপর সফল হবে এবং সেই ভয়াবহ সময়ে তার ইমান কেড়ে নেবে। আমরা এ অবস্থা থেকে আল্লাহর পানাহ চাই।'[৩৭]

---

৩৬. সুরা আনআম : ১১০
৩৭. আল-জাওয়াবুল কাফি : ২৪৫

শিক্ষা গ্রহণ করা চাই অপরের মৃত্যু দেখে

প্রিয় ভাই,

তুমি যদি একবার তোমার মৃত্যুর সময়ের অবস্থা দেখতে পেতে! তবে অবশ্যই সচেতনতা অবলম্বন করতে। কিন্তু তা তো একবারই আসে। তবুও, আল্লাহ তাআলা তো তোমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন, তুমি তোমার আগে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। দেখবে, তাদের শেষ অবস্থা কেমন হয়েছে, তাদের মৃত্যুযন্ত্রণা কতটা কঠিন ছিল। তোমার সময় তো একেবারেই কম। তুমি অল্প সময়ই বেঁচে থাকবে। অচিরেই তোমার সে সময় আসছে। তাই তাদের অবস্থার দিকে তাকাও এবং শিক্ষা গ্রহণ করো।

সুলাইমান আত-তাইমি রহ.-এর যখন অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল, তখন তাকে বলা হলো, 'সুসংবাদ গ্রহণ করুন, কেননা আপনি তো অনেক পরিমাণে আল্লাহর আনুগত্য করতেন।' তখন তিনি বললেন, 'তোমরা এমন বলো না। কারণ, আমি জানি না যে, আমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কী ফায়সালা করা হবে।' কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾

'সেখানে আল্লাহর নিকট থেকে তারা এমন কিছুর সম্মুখীন হবে, যা তারা কখনো অনুমানও করেনি।'[৩৮]

কোনো এক সালাফ বলেছেন,

'তারা অনেক কাজকেই নেকির কাজ মনে করে করবে, কিন্তু কিয়ামতের দিন তারা সেগুলোকে মন্দ কাজ হিসেবে দেখতে পাবে।'

---

৩৮. সুরা জুমার : ৪৭

উম্মে দারদা রা. বলেন,

'কেউ যখন উত্তম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করত, তখন আবু দারদা রা. বলতেন, "অভিনন্দন তোমাকে। হায়, আমি যদি তোমার স্থানে থাকতাম!" আমি এ ব্যাপারে তাঁকে কিছু বললে তিনি বলতেন, "হে অবুঝ স্ত্রী, তুমি কি জান না, মানুষ সকালে মুমিন থাকবে আবার বিকেলে মুনাফিক হয়ে যাবে? তার থেকে ইমান কেড়ে নেওয়া হবে; অথচ সে টেরও পাবে না। এ কারণেই আমি সালাত-সিয়ামের ওপর বেঁচে থাকার চেয়ে এই লোকটির মৃত্যু দেখে ঈর্ষা করছি।'[৩৯]

প্রিয় ভাই,

তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট এই দ্বীনের ওপর অটল থাকার তাওফিক চাও। কেননা, মানুষ হিদায়াতের পথ পরিত্যাগ করে বাতিলের পথ অবলম্বন করছে, এই সংবাদ তো আমরা প্রতিনিয়তই পাচ্ছি। এমন এমন সংবাদও শুনছি, যা শরীরের লোম দাঁড় করিয়ে দেয়। চিন্তাকে বিহ্বল করে দেয়। আর সবচেয়ে কঠিন ফিতনা ও সবচেয়ে বড় মুসিবত তো এটাই যে, মানুষ হিদায়াতের পথ ছেড়ে বাতিলের পথে চলে যায়, জান্নাতের পথ পরিত্যাগ করে জাহান্নামের পথ অবলম্বন করে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ অবস্থা থেকে হিফাজত করুন এবং মুসলিম অবস্থায় জীবিত রেখে মুমিন অবস্থায় মৃত্যু দান করুন।

ইবনে মুনকাদির রহ. মৃত্যুর সময় কাঁদতে লাগলেন, তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বললেন,

'আল্লাহর শপথ, আমি এমন কোনো গুনাহের কারণে কাঁদছি না, যা আমি জেনেশুনে করেছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আমি এমন কোনো কাজ করেছি, যা আমার কাছে ভালোই মনে হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট তা গুরুতর অপরাধ।'[৪০]

---

৩৯. শারহুস সুদুর : ১১
৪০. আস-সুবাত ইনদাল মামাত : ৯৪

আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় এর মধ্যে অনেক বড় শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু আফসোস, আমরা আমাদের পিতা-মাতা, অত্মীয়-স্বজনদের দেখি যে, কীভাবে তারা মাটিকে বিছানা বানিয়েছেন, তাদের কবরের ওপর মাটি ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের একটি নির্জন সংকীর্ণ গর্তের মধ্যে রেখে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে! কিন্তু আমরা এ নিয়ে একটুও চিন্তা করি না। একবারও ভাবি না যে, আমাদেরও তো এদিকেই যেতে হবে। এ পথেই চলতে হবে। এই রাস্তা, এই ঘাঁটি অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে।

হাসান বসরি রহ. মৃত্যুর সময় কাঁদতে কাঁদতে বললেন,

'আত্মা দুর্বল। বিষয়টি অনেক ভয়ংকর। নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাব।'

চোখদুটি বন্ধ করে ভাবো কিছুক্ষণ

হে ভাই, একটু বসো। চোখদুটি বন্ধ করে একটু ভাবো। তোমার মৃত্যুর সময় হয়েছে। মৃত্যুর ফেরেশতা তোমার দরজায় তোমার খোঁজ করছে। সে তোমার জান কবজ করবে। তোমাকে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। কি ভয় হচ্ছে? পালাবার কোনো পথ পাচ্ছ না?

হ্যাঁ, মৃত্যু যখন আসবে, তখন এর ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতে পারবে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি ভয় পেয়ে যাবে, সবকিছু ভুলে কেবল মৃত্যু নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর এটা তো হবে দুনিয়ার অবস্থা, মৃত্যুর পূর্বের অবস্থা। আর বিষয়টি ঘটবেই, মৃত্যু আসবেই। তোমার পূর্বে যারা ছিল, তাদের আঙিনায় মৃত্যু নেমে এসেছে। তোমার আঙিনায়ও মৃত্যু নেমে আসবে। আমাদের সকলকেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। এই দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারে তোমার মনে কোনো ধারণা আছে কি? এর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছ কি? কীভাবে নিয়েছ প্রস্তুতি? আল্লাহর সামনে সেই দণ্ডায়মান হওয়াটা হবে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর। তখন তোমার প্রতিটি সময় প্রতিটি মুহূর্তের হিসেব নেওয়া হবে। হিসেব নেওয়া হবে তোমার প্রতিটি ভালো কাজ ও মন্দ কাজের। এমনভাবে হিসেব নেওয়া হবে, অণু

পরিমাণ কোনো কিছুই বাদ পড়বে না। সবকিছুই হিসেবের আওতায় আসবে। কমও করা হবে না, বেশিও আনা হবে না। তোমার আমলনামায় যতটুকু আছে ঠিক ততটুকুই।

ইবনে হাজিম রহ. কে প্রশ্ন করা হলো, 'আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় মানুষের অবস্থা কেমন হবে?' তিনি বলেন,

'আল্লাহর অনুগত বান্দার উপস্থিতিটা হবে, পরিবার থেকে দূরে থাকা এমন লোকের মতো, যার আগমনের জন্য পরিবারের সকলে আগ্রহী। আর আল্লাহর অবাধ্য বান্দার অবস্থা হবে পলায়নকারী গোলাম তার ক্রুদ্ধ মালিকের নিকট ফিরে আসার মতো।'

প্রিয় ভাই, আমাদের উচিত আলা ইবনে গাদাবি রহ.-এর নিম্নের বাণীটি নিয়ে একটু চিন্তা করা। তিনি বলেন,

'তোমরা প্রত্যেকে নিজেকে এমন ব্যক্তির অবস্থানে রাখবে, যার মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে। সে আল্লাহ তাআলার নিকট ইবাদতের জন্য কিছু সময় চেয়েছে আর আল্লাহ তাআলাও তাকে কিছু সময়ের জন্য সুযোগ দিয়েছেন। সে সময়টুকুতে সে যেভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর কাছে নিজের কৃত ভুলের জন্য তাওবা করবে। তুমিও ঠিক তার মতোই আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করো এবং তাঁর কাছে তাওবা করো।'[৪১]

হে ভাই, তুমি এখন থেকেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করো। তুমি সে সকল লোকের মতো হও, যারা মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুতি নিতেন, যারা পরকালের জন্য সর্বোচ্চ ব্যয় করতেন।

বর্তমানে আমাদের অবস্থা হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে নিজেকে অপরাধীর নাম দিয়েছে। তাকে বলা হলো, আপনার অবস্থা কী? উত্তরে তিনি বললেন,

'সে ব্যক্তির অবস্থা কেমন হতে পারে, যে দীর্ঘ সফরে যেতে চায়, কিন্তু তার কোনো উপায়-উপকরণ নেই। সে কোনো সঙ্গী ছাড়াই একাকী কবরে

---

৪১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/২৪৪

প্রবেশ করবে। এক ন্যায়পরায়ণ বাদশার সামনে নিজের পক্ষের কোনো দলিল ছাড়াই দণ্ডায়মান হবে।'[৪২]

জনৈক সালাফ বলেন, 'আতা আস-সুলামি মুমূর্ষু অবস্থায়। এ রোগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সে সময় আমি তাকে দেখতে গেলাম। আমরা তাকে বললাম, "আপনার কী অবস্থা?" তিনি বললেন,

"মৃত্যু আমার কাঁধের ওপর। কবর আমার সামনে। কিয়ামত আমার থামার স্থান। জাহান্নামের ওপরে সেতু হয়ে এগিয়ে গিয়েছে আমার রাস্তা। আমি জানি না, আমার কী হবে?"

এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে অচেতন হয়ে গেলেন। যখন তার জ্ঞান ফিরল, তিনি আবার বলতে শুরু করলেন,

"হে আল্লাহ, আপনি আমার ওপর দয়া করুন। মৃত্যুর ভয়াবহতা থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কবরে একাকী থাকার সময় আমার ওপর দয়া করুন। হে দয়াময়, আপনার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার সময় আমার ওপর রহম করুন।"'

হে ভাই, জেনে রেখো। মৃত্যু সমাগত। মৃত্যুযন্ত্রণা সামনে তোমার জন্য অপেক্ষমাণ। অথচ তুমি উদাসীন রয়েছ! এখন মৃত্যু নিয়ে মানুষ কথা বলে না। মৃত্যু নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করে না। তারা এ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হয়ে রয়েছে। কখনো কখনো যদিও মৃত্যুর আলোচনা করেও; তবুও তা তাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে হয় না। বরং তা হয় দুনিয়ার কামনা ও ব্যস্ততার পঙ্কিলতায় ভরপুর মন নিয়ে। ফলে এ আলোচনা অন্তরের মাঝে কোনো আবেদন সৃষ্টি করে না। হৃদয়ের গভীরে কোনো প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় না। কোনো পরিবর্তন আনে না মানুষের জীবনে।

অন্তরে আল্লাহর ভয় ও মৃত্যুর ভয় প্রবেশের মাধ্যম হলো, অন্তর থেকে দুনিয়ার সকল চিন্তা বের করে শুধু আখিরাত ও মৃত্যুর চিন্তা করতে হবে। মৃত্যু তো তার একেবারে সামনে। মৃত্যুর চিন্তায় সর্বদা চিন্তিত ও ভীতসন্ত্রস্ত

---

৪২. আল-ইহইয়া : ২/২৫১

থাকতে হবে। ঠিক যেমন নির্জন ভয়ংকর প্রান্তর অতিক্রমকারী মুসাফির সর্বদা বিপদের ভয় করতে থাকে। অথবা সমুদ্রে ভ্রমণকারী লোকের মতো যে সর্বদা তার সফর নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অন্য কোনো চিন্তা তার মধ্যে প্রবেশ করে না।[৪৩]

অথবা এ ক্ষেত্রে সমাধান হতে পারে, হাসান বসরি রহ.-এর মতো হওয়ার মাধ্যমে। হাসান বসরি রহ. এক লোককে তার মৃত্যুসজ্জায় দেখতে গেলেন। তখন তার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তিনি মৃত্যুর কষ্ট ও যন্ত্রণা কাছ থেকে দেখলেন। বাড়ি ফিরে তার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। বাড়ি থেকে যে অবস্থায় বের হয়েছিলেন, এখন আর তিনি সে রকম নেই। তিনি খাওয়া-দাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গেলেন। পরিবারের লোকেরা তাকে বলল, 'আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। অন্তত খাবারটুকু তো গ্রহণ করুন।' তখন তিনি বললেন, 'হে পরিবারের লোকেরা, তোমরা তোমাদের খানাপিনা নিয়ে থাকো। আল্লাহর শপথ, আমি এমন মৃত্যু দেখেছি! আমি তার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকব, যতক্ষণ না আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি।'[৪৪]

নিজ হাতে কাফন প্রস্তুত করার ঘটনা

মুমিনগণ নেক আমলের মাধ্যমে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট আশা পোষণ করার মাধ্যমে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই তো তারা নিজেরা নিজেদের কাফনের কাপড় নিজ হাতে ভাঁজ করে রাখেন এবং কবরের মহা যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন।

উম্মুল মুমিনিন জাইনাব বিনতে জাহশ রা.-এর যখন মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হলো, তখন তিনি বললেন,

'আমি আমার কাফন প্রস্তুত করে রেখেছি। আমিরুল মুমিনিন উমর রা. যদি আমার জন্য কাফনের কাপড় পাঠায়, তাহলে তোমরা দুটির একটি সদাকা করে দেবে। আর তোমরা যখন আমার জানাজা ওঠাবে, তখন যদি আমার অবশিষ্ট সম্পদগুলো সদাকা করে দিতে পারো; তবে তাই কোরো...।'

---

৪৩. আল-ইহইয়া : ৪/৪৭৯

৪৪. আত-তাজকিরাহ : ১৪

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ আল-উমরি রহ. তার মৃত্যুর সময় বলেন,

'আমি আমার প্রতিপালকের অনেক বড় একটা নিয়ামতের কথা বলব, আমি গাছের ছাল ও তার কাঠ কেটে সাত দিরহাম বা এরকম কিছুর মালিক হয়েছি। আমার প্রতিপালকের আরেকটি নিয়ামতের কথা বলব, যদি দুনিয়ার সকল ধন-সম্পদ আমার পায়ের নিচে এসে ভিড় করত, তবুও আমি তা থেকে আমার পা সরিয়ে নিতাম। আর যেমনটি আমি সরিয়ে নিয়েছি।'[৪৫]

দুনিয়াতে আমাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কী?

মুগিরা ইবনে হাবিব রহ. বলেন,

'আমরা মালিক ইবনে দিনার রহ.-কে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে গেলাম। তিনি বালিশ থেকে মাথা উঠিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ, আপনি জানেন, আমি এই দুনিয়াতে পেট আর লজ্জাস্থানের চাহিদা মেটাবার জন্য বেঁচে থাকতে চাই না।"'[৪৬]

আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন। আমাদের আর তাঁদের মধ্যে কত বিশাল পার্থক্য! তাঁরা দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে চাইতেন, আরও বেশি আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর আনুগত্য করার জন্য। আর বর্তমানে আমরা কীসের জন্য বেঁচে থাকতে চাই?

এটা এমন প্রশ্ন, যার উত্তরের প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের দুরবস্থাই এ প্রশ্নের উত্তর। পরিস্থিতিই সাক্ষ্য দেয় যে, দুনিয়া বর্তমানে পরিপূর্ণ উদ্ধত হয়েছে। দুনিয়া তার প্রেমিকদের ও দুনিয়াদারকে নিজের গোলাম বানিয়ে নিয়েছে। ...দুনিয়ার মরীচিকা এই তো দেখা যাচ্ছে। আর মানুষ তাকে পাবার জন্য তার পেছন পেছন ছুটছে। তার দরজায় হর-হামেশা দস্তক দিয়ে চলছে। যেন সে এখানে থাকবে চিরকাল।

হে আল্লাহ, তুমি সাহায্য করো।

---

৪৫. আস-সুবাত ইনদাল মামাত : ১৫৩
৪৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/৩৬১

মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির তাঁর মৃত্যুর সময় অনেক কাঁদছিলেন। এ সময় তাঁকে বলা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তখন তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আদেশ করেছেন, নিষেধ করেছেন, কিন্তু আমি অবাধ্য হয়েছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন; তাহলে আপনি আমার ওপর দয়া করলেন। আর যদি আমাকে শাস্তি দেন; তাহলে আপনি কোনো জুলুমকারী নন।'[৪৭]

সায়িদ ইবনে মুসায়্যিবকে প্রশ্ন করা হলো, 'এ সকালে কেমন বোধ করছেন?' তিনি বললেন,

'আমি কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি।'[৪৮]

মৃত্যু কখন এসে পড়ে, যারা এর খবর জানে না, তাদের প্রত্যেকের ওপর ওয়াজিব হলো, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। কেউ যেন তার যৌবন আর সুস্থতার মাধ্যমে প্রতারিত না হয়। কেননা, বৃদ্ধ মানুষ খুব কমই মারা যায়। যুবকদের মৃত্যুর সংখ্যাই বেশি। বরং অতি বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করাটা তো একটা বিরল ঘটনার মতো।

কেউ কি এটা জানে যে, মুত্যু কখন তার ওপর এসে পড়বে? কখন মৃত্যু এসে তার জীবনের ওপর ভয়ংকর থাবা বসাবে? অবশ্যই এর উত্তর হবে, না। তাহলে তুমি প্রস্তুত হও সে সময়ের জন্য, যখন তোমার রক্ত চলাচল থেমে যাবে। তোমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। আর তুমি এই পৃথিবী থেকে আখিরাতের দিকে যাত্রা শুরু করবে।

আমরা কেমন সংবাদ পাবার আশা রাখি?

ইমরান আল খাইয়াত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইবারহিম নাখয়িকে দেখতে আমরা তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি কাঁদছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, "আপনি কাঁদছেন কেন?" তিনি বললেন,

---

৪৭. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ৯১
৪৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২৮৩

"আমি মালাকুল মাওতের অপেক্ষা করছি, কিন্তু আমি জানি না যে, আমাকে কি জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে না জাহান্নামের দুঃসংবাদ দেওয়া হবে!'"[৪৯]

হ্যাঁ, তিনি সত্যিই বলেছেন। এই দুনিয়ার পর হয়তো জান্নাত, নয়তো জাহান্নাম। কিন্তু আমরা কি একবারও এটা চিন্তা করেছি যে, আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? কোন পথে চলছি? আমাদের ওপর তো ভর করেছে কালক্ষেপণ, অমনোযোগিতা, মিথ্যে আশা আর আলস্যে ভরা ঘুম। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের অন্তরগুলোকে জাগিয়ে তুলুন। আমাদের অন্তরকে পরিপূর্ণ ইমানে সজ্জিত করুন। আমাদের সুস্থ বিবেচনা শক্তি দান করুন।

প্রিয় ভাই, তুমি সতর্ক হও।

অপেক্ষা করো, সামনেই মৃত্যুর যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে। শত হাজার দক্ষ ডাক্তার এসেও চিকিৎসা করতে পারবে না এ যন্ত্রণার।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের তাঁর সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফিক দান করুন। মৃত্যুর জন্য, তার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য যারা প্রস্তুতি নেন, তাদের মতো হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমাদের সালাফে সালেহিনের মতো হওয়ার তাওফিক দান করুন। জুনাইদ রহ. মৃত্যুকাতর অবস্থাতেও কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, সালাত আদায় করছিলেন। এমনকি তিনি সে অবস্থাতেই কুরআন খতম করলেন। তখন তাকে বলা হলো, 'হে আবু আলি, এ অবস্থাতেও আপনি এত ইবাদত করছেন?' তিনি বললেন, 'আমার চেয়ে এর উপযুক্ত আর কে আছে? এই তো কিছু সময় পর আমার আমলনামা বন্ধ হয়ে যাবে।' অতঃপর তিনি তাকবির দিলেন। এর পরেই মৃত্যুর পেয়ালা পান করলেন।[৫০]

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসি' রহ.। মৃত্যুসজ্জায় তিনি। এ সময় বললেন,

'হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা কি জানো, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে? সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই,

---

৪৯. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৮৯
৫০. আল-আকিবাহ : ১৩৩

আমাকে হয়তো জাহান্নামের দিকে নেওয়া হবে অথবা আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'[৫১]

আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তুতি

প্রিয় ভাই,

জনৈক সালাফের মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এল। তার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলো। তাকে বলা হলো, হে অমুক, তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও? তখন তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া অনেক কঠিন!'

আল্লাহু আকবার! দুনিয়ার কোনো মানুষের সামনে যাওয়ার আগে আমরা শত হিসেব-নিকেশ করে তারপর যাই। একটু সময় নিয়ে নিজেদের বেশভূষা পরিবর্তন করে, ভালোভাবে সেজেগুজে তারপর তাদের সামনে উপস্থিত হই। অথচ, তারা তো আমাদের মতোই মানুষ। তাদের সামনে উপস্থিত হতে আমাদের এমন প্রস্তুতি হলে, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে যাওয়ার জন্য কীরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত? অন্যদিকে আমরা যে কত ভুল আর পদস্খলনের মধ্যে আছি, কতটা গুনাহ আর অবাধ্যতার মধ্যে ডুবে আছি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এর হিসেব একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

হে ভাই, তোমার কী অভিমত? আমরা দুনিয়ার সামান্য পরীক্ষার জন্য কত প্রস্তুতি গ্রহণ করি। মূল্যবান-অমূল্যবান সবকিছুই এর পেছনে ব্যয় করি। ত্যাগ করি এর জন্য জীবনের মূল্যবান অনেক কিছুই। কিন্তু আখিরাতের প্রশ্নকে আমরা কিছুই মনে করি না! অথচ, আল্লাহর শপথ, সেটাই হলো আমাদের মহা সফলতা কিংবা চিরক্ষতির সূচনা।

আবু মাসউদ আল-আনসারি রা.-কে প্রশ্ন করা হলো, 'হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. মৃত্যুর সময় কী বলেছিলেন?'

তিনি বলেন, 'যখন সাহরির সময় হলো, তিনি বললেন,

---

৫১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৭১

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ صَبَاحٍ إِلَى النَّارِ

"আমি আল্লাহ তাআলার নিকট এমন সকাল থেকে পানাহ চাই, যেখান থেকে আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে।"

এ কথা তিনি তিন বার বললেন।' অতঃপর তিনি বলেন,

'তোমরা আমার জন্য দুটি সাদা কাপড় ক্রয় করবে। নিশ্চয় এই কাপড়দুটি আমার ওপর সামান্য সময়ই রাখা হবে, এরপর হয়তো সে দুটির চাইতে উত্তম কাপড় আমাকে পরানো হবে কিংবা সে কাপড়দুটিও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।'[৫২]

একজন সাহাবির অন্তরের আহ্বান শোনো

প্রিয় ভাই,

আবু দারদা রা.-এর অন্তরের সত্য অভিব্যক্তিগুলো শোনো। শোনো তাঁর অন্তরের আহবান। তিনি অন্তিম মুহূর্তের সে সময়টিতে বলতে শুরু করলেন,

'কোনো লোক কি নেই, যে আমার মতো এমন পতনের সময়ের জন্য আমল করবে? কেউ কি নেই, যে আমার এই সময়ের মতো সময়ের জন্য আমল করবে? কেউ কি নেই, যে এই দিনের মতো দিনের জন্য আমল করবে? এ বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, "আপনি কাঁদছেন? অথচ আপনি রাসুলুল্লাহ-এর সাহাবি!" উত্তরে তিনি বললেন, "আমি কেন কাঁদব না? আমি তো জানি না যে, আমার গুনাহের কারণে আমাকে কোথায় নিক্ষেপ করা হবে?"'

এমন নিষ্ঠাপূর্ণ আহ্বানের সাড়া কোথায়, যা মুমিনের অন্তরকে নাড়িয়ে দেওয়ার কথা? এমন নিষ্ঠাপূর্ণ আহ্বানের সাড়া কোথায়, যা প্রত্যেক মানুষের নিকট আগুয়ান একটি মুহূর্তকে স্মরণ করিয়ে দেয়? নিশ্চয় তা এমন মুহূর্ত, উদাসীনতা যাকে আড়াল করে রেখেছে। কালক্ষেপণ যার

৫২. আস-সিয়ার : ২/৩৬৮

ওপর পর্দা টেনে দিয়েছে। ফলে আশা অনেক দীর্ঘ হয়েছে। আর আমল অনেক কমে গেছে। দূরবর্তী হয়ে গেছে তাওবার সকাল।

আল্লাহর ভয়েই তারা এমনটি ভাবতেন

আবু সুলাইমান আদ-দারানি রহ. বলেন,

'আমি আবিদা উম্মে হারুনকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি মৃত্যুকে পছন্দ করেন?"

তিনি বললেন, "না।"

আমি বললাম, "কেন?"

তিনি উত্তর করলেন, "আল্লাহর শপথ, আমি যদি কোনো মাখলুকের অবাধ্য হই, তবে তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করি।...তাহলে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে কীভাবে সাক্ষাতের সাহস করতে পারি?"'[৫৩]

শুমাইত ইবনে আজলান বলেন,

'এ পৃথিবীতে মানুষ দুপ্রকার, এক. দুনিয়া থেকে পাথেয় সংগ্রহকারী। দুই. দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত বা দুনিয়াঅর্জনকারী। সুতরাং ভেবে দেখো, তুমি এ দুপ্রকারের কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত? আমি তো দেখছি, তুমি দুনিয়াতে দীর্ঘ দিন থাকতে চাও। কেন তোমার এমন চাওয়া? তুমি কি আল্লাহর আনুগত্য পালন, ভালোভাবে তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করা এবং নেক আমলের মাধ্যমে তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য এটা চাও? যদি তোমার চাওয়া এ উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, তবে তোমার জন্য সুসংবাদ। না তুমি খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা, আনন্দ-ফূর্তি আর স্ত্রী-সন্তানদের সাথে উপভোগের জন্য, দুনিয়া কামানোর জন্য দীর্ঘ সময় দুনিয়াতে থাকতে চাও? তবে তো তোমার এই দীর্ঘায়ু কামনা কতই না নিকৃষ্ট।'

হে ভাই, আমাদের তো ওই দুনিয়াবিমুখের কথার মতো হওয়া উচিত, যিনি বলেছেন,

---

৫৩. আল-আকিবাহ : ৩০

'প্রতিটি মৃত ব্যক্তির অবস্থার মধ্যে আমাদের জন্য নসিহত রয়েছে। আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে তার প্রত্যাবর্তন নিয়ে চিন্তা-ভাবনায়।'[৫৪]

হামিদ আত-তাবিল রহ. দীর্ঘ সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করলেন, লোকেরা তাঁর অবস্থা ইবনে আওন রহ.-কে বলল। ইবনে আওন বললেন, 'হামিদ ভবিষ্যতের জন্য যা পাঠিয়েছে তার মুখাপেক্ষী সে।'[৫৫]

আমালনামা খোলা থাকতেই আমল করে নাও

আবুস সাওর হাসান ইবনে হারিস রহ. এই আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন,

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ

"আমি প্রত্যেক লোকের ভাগ্য তার কাঁধেই ঝুলিয়ে রেখেছি (অর্থাৎ তার ভাগ্যের ভালো-মন্দের কারণ তার নিজের মধ্যেই নিহিত আছে)।"[৫৬]

তা দু'বার খোলা হবে এবং একবার ভাঁজ করে গুটিয়ে রাখা হবে। হে আদম সন্তান, তুমি যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন তোমার আমলনামা খোলা থাকবে। তুমি চিন্তা করে দেখো, তুমি কী করবে? যখন তুমি মৃত্যুবরণ করবে, তখন তা আবার গুটিয়ে রাখা হবে। এরপর কিয়ামতের দিন তা আবার খোলা হবে।'[৫৭]

মানুষের আমলনামা তার মৃত্যু পর্যন্ত লেখা হয়। মৃত্যুর সাথে সাথে তার আমলনামা হিসেবের জন্য গুটিয়ে রাখা হয়। সুতরাং আমাদের আমলনামা এখন খোলা। তাতে আমল লেখা হচ্ছে। কিন্তু তাতে কী লেখা হচ্ছে? সেখানে কি নেক আমল, মাকবুল ইবাদত লেখা হচ্ছে? না লেখা হচ্ছে অন্য কিছু? আমাদের কেউ যদি খাতা-কলম নিয়ে নিজের একটি ঘণ্টার সমস্ত কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ করে রাখে, তারপর সেটা আবার পড়ে দেখে; তবে

---

৫৪. আল-আকিবাহ : ৪৩

৫৫. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/১৫২

৫৬. সুরা ইসরা : ১৩

৫৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৩০

সে তার অবস্থা জানতে পারবে এবং জীবিত অবস্থায় নিজের আমলনামা দেখতে পাবে!

এতে করে হয়তো সে তার পদস্খলনগুলো ঠিক করতে পারবে। ফিরে আসতে পারবে তার ভ্রষ্টতা থেকে। এবং তাওবা করে উত্তমরূপে নেক আমল করতে পারবে।

ভেবে দেখো, কেমন ছিল সালাফের অন্তিম মুহূর্তের ভাবনাগুলো

হামিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

'একবার হাসান বসরি রহ. মসজিদে অনেক জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে কাঁদলেন যে, তার দুকাঁধ কাঁপতে লাগল। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমাদের অন্তর যদি জীবিত থাকত, মানুষের অন্তরে যদি কল্যাণ থাকত, তাহলে তা তোমাদের এমন রাতের ব্যাপারে ক্রন্দন করাতো; যার সকাল হলো কিয়ামতের দিন। সেটা এমন এক রাত, যা তার সকাল দিয়ে অন্তরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। যে সকাল দিয়ে এমন দিনের শুরু হবে সৃষ্টিকুল তার কথা কখনো শোনেনি। সেদিন সবচেয়ে বেশি গোপন কথা ফাঁস হবে। সেদিন সবার চোখই থাকবে ক্রন্দনরত।"'[৫৮]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর মৃত্যুর সময় তাঁর গোলাম নাসরকে বললেন, 'আমার মাথাটা মাটির ওপর রাখো।' তখন নাসর কেঁদে ফেলল। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন?' সে বলল, 'আমি স্মরণ করছি যে, আপনি সারা জীবন কত প্রাচুর্যের মধ্যে কাটালেন! আর এখন এখানে অপরিচিত দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছেন!' তখন তিনি বললেন, 'চুপ করো! আমি আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করেছি যে, তিনি যেন আমাকে সমৃদ্ধদের মতো জীবন দান করেন এবং দরিদ্রদের মতো মৃত্যুবরণ করান।' অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমরা আমাকে কালিমার তালকিন দাও, তোমরা এখন আমার ওপর বাড়াবাড়ি করো না, তাহলে আমি আবার অন্য কথা বলে ফেলব।'[৫৯]

---

৫৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৪৩

৫৯. আল-আকিবাহ : ১৪৫

আল্লাহু আকবার! তাদের চিন্তা-চেতনার পুরোটা জুড়েই ছিল আখিরাত। দুনিয়াকে আখিরাতের বাহন, নেকি অর্জনের খেত এবং উচ্চ মর্যাদায় আরোহণের মাধ্যম মনে করতেন তারা। আর এ কারণেই তারা তাদের সময়কে কাজে লাগিয়ে তার থেকে সর্বোচ্চ ফল সংগ্রহ করেছেন। সর্বক্ষণ তারা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন, তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থেকেছেন। তাদের জীবনটা শুধু কল্যাণই কল্যাণময় হয়েছে। তাদের দীর্ঘ জীবনের পুরোটাই আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর অনুগত্যের মধ্যে কেটেছে।

মাহদি ইবনে মাইমুন রহ. বলেন,

'আমি হাসসান ইবনে সুফইয়ানকে তার মৃত্যুর সময় দেখলাম, তাকে বলা হলো, "আপনার কেমন লাগছে?" তিনি বললেন, "যদি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারি, তাহলে তো ভালো।" অতঃপর তাকে বলা হলো, "আপনি কী চান ?" তিনি বললেন, "এমন দীর্ঘ একটি রাত, যার শুরু-শেষের মধ্যে অনেক ব্যবধান। আর আমি এর সকল সময়টুকু আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে কাটিয়ে তা জীবিত করতে পারি।"'[৬০]

তারা মৃত্যুর জন্য সর্বদা এমন প্রস্তুত হয়ে থাকতেন, ঠিক যেমন পথিমধ্যে যানবাহনের জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রী প্রস্তুত হয়ে থাকে। গাড়ির জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রী জানে না, কখন তার গাড়ি আসবে; তাই সে গাড়ির অপেক্ষায় থাকে। তারা অনর্থক কাজে সময়ক্ষেপণ করে না। সময় বেশি লাগলেও সেখানে প্রতীক্ষারত থাকে।

মুআজা আল-আদবিয়্যা রহ.। যখন সকাল হতো, তখন তিনি বলতেন, 'এই তো আজকের দিনেই আমি মৃত্যুবরণ করব।' এ বলে তিনি ইবাদতে রত হতেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত আর ঘুমাতেন না। আবার যখন সন্ধ্যা হতো, তখন তিনি বলতেন, 'এই তো আজকের রাতেই আমি মৃত্যুবরণ করব।' এরপর ইবাদতে রত হতেন সকাল পর্যন্ত আর ঘুমাতেন না।[৬১]

---

৬০. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/১১৭
৬১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/২২

আবুল মুনজির ইসমায়িল ইবনে উমর রহ. বলেন,

‘ওয়ারকা ইবনে উমর ইবনে কুলাইব রহ.-এর মৃত্যুর সময় আমরা তার নিকট গেলাম। তখন তিনি কালিমা পড়ছিলেন, তাকবির দিচ্ছিলেন এবং আল্লাহর জিকির করছিলেন। অতঃপর মানুষের ভিড় যখন বেড়ে গেল, তখন তিনি তার ছেলেকে বললেন, “তুমি আমার পক্ষ থেকে মানুষের সালামের উত্তর দিয়ে দিয়ো, যাতে তারা আমাকে আমার রবের স্মরণে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে।”’[৬২]

হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. তাঁর অন্তিম মুহূর্তে। মৃত্যুর পূর্বের এ সময়ে তিনি বলেন,

‘আমার প্রিয় আমার কাছে এসেছে আমার এ দরিদ্র অবস্থায়। আজকের পূর্বে আমি তোমাকে ভয় পেতাম, অথচ আজ আমি তোমাকে কামনা করি।’[৬৩]

একবার হাসান রহ. খুব করে কাঁদলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘হে আবু সায়িদ, আপনি কাঁদছেন কেন?’ তিনি বললেন, ‘এই ভয়ে কাঁদছি যে, না জানি আমাকে আবার জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়।’[৬৪]

সুলাইমান আত-তাইমি রহ. বলেন,

‘আমি আমার এক সাথির নিকট গেলাম। তাকে খুবই অস্থির ও উৎকণ্ঠিত দেখতে পেলাম। তার এই অস্থিরতার কারণে আমারও মন খারাপ হয়ে গেল। তখন আমি তাকে বললাম, “তোমার এই উস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার কারণ কী? অথচ আল্লাহর শুকরিয়া যে, তুমি তো ভালো অবস্থায় আছ!” তখন আমার সে বন্ধু বলল, “আমি কেন অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হবো না? অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হওয়া আমার চেয়ে অধিক আর কার জন্য যথার্থ? আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাকে যদি ক্ষমা করেও দেওয়া হয়। তবুও আমি এই চিন্তায় লজ্জিত হচ্ছি যে, আমি কী নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হবো!”’[৬৫]

---

৬২. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/২৩০

৬৩. আল-আকিবাহ : ১৪৬

৬৪. আজ জাহরুল ফায়িহ : ৯১

৬৫. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব : ৮৮

আল্লাহু আকবার! তারা আল্লাহ তাআলাকে যথাযথভাবে চিনতে পেরেছিলেন। যথাযথভাবে তাঁর মূল্যায়ন করেছিলেন। তাই তো তারা নিজেদের গুনাহের কারণে লজ্জিত হতেন, পদস্খলনের কারণে লজ্জা পেতেন। তাদের চিন্তা-চেতনার পুরোটা জুড়েই ছিল আখিরাতের চিন্তা। আল্লাহ তাআলার নিকট তাদের আশাও ছিল প্রবল। তাদের হৃৎপিণ্ডের সাথে মিশে গিয়েছিল এই আয়াত,

﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴾

'আর যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, এমন লোকদের চেষ্টা-সাধনা স্বীকৃত হয়ে থাকে।'[৬৬]

আল্লাহকে পাওয়ার আশা তাদের আরও সামনে তাড়িয়ে নিত। তাদের অন্তরে পদস্খলনের ভয়ও বিরাজ করত।

রাবি ইবনে খুসাইম রহ.। তিনি অসুস্থ হলে লোকেরা তাকে বলল, 'আপনার জন্য কি আমরা ডাক্তার ডাকব না?' কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন,

'আদ জাতি, সামুদ জাতি ও আসহাবুর র'সরা কোথায়? তাদের মধ্যবর্তী সময়ে ও আগে-পরে কত মানুষ এসেছে, কোথায় তারা? তারা তো চলে গেছে। অথচ তাদের নিকট ওষুধও ছিল, ডাক্তারও ছিল। আমি তো কোনো চিকিৎসককেও চিরজীবী হতে দেখি না, আবার কোনো চিকিৎসা-প্রাপ্ত মানুষও সারা জীবন বেঁচে থাকে না। প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট একটা সময় আসে, যখন সে চলে যায়।'[৬৭]

যখন মানুষের ফয়সালার সময় হয়, তখন কোনো চিকিৎসা তার কাজে আসে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৬৬. সুরা ইসরা : ১৯
৬৭. আল-আকিবাহ : ১১৯

﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ * وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ * وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ * إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾

'কক্ষনো না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। এবং বলা হবে, কে তাকে রক্ষা করবে? সে মনে করবে, দুনিয়া হতে বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে। এবং পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে। সেদিন আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে।'[৬৮]

মৃত্যুর স্মরণ

প্রিয় ভাই, মৃত্যু চিরসত্য। মৃত্যুর কথা শুনলে অন্তর কেঁপে ওঠে। আত্মা শুকিয়ে যায়। আমরা চাই, মৃত্যুর আলোচনা কম হোক। আলোচনা শুরু হলে দ্রুত বন্ধ হয়ে যাক। কিন্তু হে মৃত্যু-পথের পথিক, হে একই গন্তব্যের সফরসঙ্গী, মৃত্যুকে অবহেলা করো না। তোমার সামনে মাত্র অল্প কয়েকটি পদক্ষেপই বাকি। এসো, আমরা উমর ইবনে আব্দুল আজিজের দিকে লক্ষ করি, তিনি বলেছেন, 'আমার অন্তর থেকে মুহূর্তের জন্য মৃত্যুর স্মরণ পৃথক হলে অন্তর নষ্ট হয়ে যায়।'[৬৯]

আশ্চর্য! সত্যিই আমাদের জন্য এটা বড় আশ্চর্যের। তাঁরা উম্মাহর সে অংশ, যাদের অন্তর জীবন্ত, যাদের কর্ণ সদা জাগ্রত। আল্লাহই আমাদের সহায়। মৃত্যুর স্মরণ তাদের অন্তর থেকে মুহূর্তের জন্যও পৃথক হতো না। অথচ, আমরা এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যুর আলোচনা শুনতে প্রস্তুত নই। কখনো তো এমনও হয় যে, যখন মজলিসে মৃত্যুর আলোচনা হয়, অন্তিম মুহূর্ত নিয়ে কথা হয়, তখন আমাদের অনেকে সেখান থেকে উঠে যায়। এর কারণ কেবলই আখিরাত সম্পর্কে উদাসীনতা, দুনিয়া ও দুনিয়ার অস্থায়ী সুখ-শান্তির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। এটা হয়ে থাকে আখিরাতের আলোচনা থেকে দূরে থেকে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস নিয়ে মত্ত থাকার কারণে। এমনটা হয়ে থাকে আমাদের ওপরে প্রবৃত্তি বিজয়ী থাকলে। আখিরাত থেকে, আখিরাতের আলোচনা থেকে, আখিরাতের স্মরণ থেকে দূরে থাকার ফলে।

---

৬৮. সুরা কিয়ামাহ : ২৬-৩০
৬৯. আল-আকিবাহ : ৩৯

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলতেন,

أَكْثِرُوا ذِكْرَ النَّارِ فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ، وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ، وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيدٌ

'তোমরা অধিক পরিমাণে মৃত্যুর স্মরণ করো। কারণ, তার গরম প্রচণ্ড। তার গভীরতা অনেক। তার পেটানোর হাতুড়িটি হবে লোহার।'[৭০]

ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রহ. অন্তিম মুহূর্তে অচেতন হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বলে উঠলেন,

'হায়, আমার সফর এত দীর্ঘ; অথচ আমার পাথেয় কত কম!'[৭১]

মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ বলতেন,

'নিশ্চয়, এই মৃত্যু দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত মানুষদের ভোগ-বিলাস শেষ করে দেয়। সুতরাং তোমরা এমন ভোগ-বিলাস তালাশ করো, যার কোনো মৃত্যু নেই।'[৭২]

যে নিয়ামত ও ভোগ-উপভোগে মৃত্যুর কোনো ভয় নেই। বলাই বাহুল্য সে নিয়ামত কেবল আখিরাতেই লাভ করা সম্ভব। আর আখিরাতের ভোগ-বিলাস তালাশ করতে হবে আল্লাহ তাআলার দিকে পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করে। যথাযথভাবে তাঁর ইবাদত করার মাধ্যমে। যেমনটি আলা ইবনে জিয়াদা রহ. বলেন,

'মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি যেমনি করে দুনিয়ার সকল মায়া-মমতা ভুলে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে। ঠিক তেমনিভাবে তোমরা সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করবে। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা চায়, আল্লাহ

---

৭০. আল-হাসান আল-বসরি : ১০৮

৭১. আল-আকিবাহ : ১৩৩

৭২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২২৪

তাআলা তাকে ক্ষমা করেন। ক্ষমা প্রাপ্তির পর সে যেন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে। আমাদেরও এমনই হতে হবে।'[৭৩]

আমরা যদি আমাদের এই স্তরে রাখি। নিজেদের আমরা এই অবস্থানে দাঁড় করাই। তাহলে অবশ্যই আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। অবশ্যই আমাদের আমল সংশোধন হবে। প্রিয় ভাই, সালাত আদায়ের পূর্বে মনে কোরো, এটাই তোমার জীবনের শেষ সালাত। মনে কোরো, মৃত্যু খুবই নিকটবর্তী। মৃত্যুর স্মরণ তোমার আমলকে সংশোধন করবে। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা দূর করবে।

দুনিয়াকে তুচ্ছ করে দেখো। আখিরাতের চিন্তা-ফিকির তোমার অন্তরে গেঁথে নাও। আখিরাতের জন্যই হোক তোমার সর্বোচ্চ চেষ্টা।

ভয় ও আশাকে তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী করে নাও। আমল ও আস্থা অনুভব করো। কারণ, এই ভয়ের পরেই রয়েছে চিরনিরাপত্তা। এই পরিশ্রম ও ক্লান্তির পরেই রয়েছে চিরসুখ। এ আমল ও চেষ্টা-সাধনার পরই তো চিরপ্রশান্তি, যার কোনো শেষ নেই।

মুমিনের আজকের ভয় তার জন্য আগামীকালের নিরাপত্তা নিয়ে আসবে। সে যদি এ ভয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, নেক আমল করে, তাহলে এটা তার জন্য আগামীকালের নিরাপত্তা ও সুখ নিয়ে আসবে।

অন্তিম বিদায়ের পর আর ফিরে আসা যাবে না

এই দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর বিস্তৃত নিয়ামত দান করছেন। সকাল-সন্ধ্যা আমাদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে তাঁর অগণিত নিয়ামত। কিন্তু আমরা আমাদের এই জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছি আমাদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যের বিপরীত করে। এভাবে উদ্দেশ্যের বিপরীত চলতে চলতে একসময় মৃত্যু আসে। তখন আমাদের কেউ কেউ চিৎকার করে করে বলবে,

---

৭৩. আল-আকিবাহ : ৯০

﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴾

'হে আমার রব, আমাকে আবার দুনিয়াতে ফেরত পাঠান।'[৭৪]

কেন তোমাকে ফেরত পাঠানো হবে? কেন তুমি ফিরে আসবে? অথচ, তুমি এই দুনিয়াতে অনেক সময়ই পেয়েছ। কেন তুমি এ সময়গুলো দুনিয়া কামানোর জন্যই ব্যয় করে দিলে? তুমি কি ভুলে কোনো কিছু রেখে গেছ যে, আবার তুমি ফিরে আসবে? তোমার জীবনের এতগুলো বছর অতিবাহিত হলো। তুমি গাফিলই রয়ে গেলে। তোমাকে দুনিয়াতে পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন রইলে। আর এখন চাইছ, দুনিয়াতে ফিরে আসতে?

আমাদের উত্তর হবে, হ্যাঁ, আমি ফিরে আসতে চাইব। যেন...

﴿ لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾

'যেন আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।'[৭৫]

কিন্তু আজ কোথায় তুমি? সেদিন তোমার এমন উপলব্ধি আসবে, এখন কেন আসছে না? আজ তুমি আমল থেকে দূরে কেন? তোমার হাতে এখন অনেক সময়; তবুও কেন তুমি আমল থেকে দূরে?

রওয়ানা কোন দিকে?

জাবির ইবনে জাইদ রহ.-কে তার মৃত্যুর পূর্বে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তুমি কী চাও?' তিনি বললেন,

'আমি হাসানকে এক পলক দেখতে চাই।' হাসান বসরি রহ. তার কাছে এলেন। তখন তাকে বলা হলো, 'এই তো হাসান তোমার নিকটে।' তিনি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে ভাই, এটিই সে সময়। এটি সে মুহূর্ত। আমি তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে রওয়ানা করছি, হয়তো জান্নাতের দিকে নয়তো জাহান্নামের দিকে।'

---

৭৪. সুরা মুমিনুন : ৯৯
৭৫. সুরা মুমিনুন : ১০০

ما هي إلا جنةٌ ونارُ * أفلح من كان له اعتبارُ

'জান্নাতে যাওয়ার উপায় কী?
জাহান্নামে পতিত হওয়ার কারণই বা কী?
দুটোর মাঝে এই তো পার্থক্য—
যে শিক্ষা নিয়েছে সে-ই পেয়েছে সাফল্য।'

হ্যাঁ, এটাই সত্য কথা। আখিরাতে দুটি রাস্তা আছে। একটি চলে গেছে জান্নাতের দিকে, আরেকটি জাহান্নামের দিকে। যাদের গন্তব্য জান্নাত, আর যাদের গন্তব্য জাহান্নাম—তারা পরস্পর সমান নয়। কারণ,

﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾

'জান্নাতের অধিবাসীরাই সফল।'[৭৬]

মুজানি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'ইমাম শাফি রহ. অসুস্থ হলে আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। এটাই ছিল তাঁর অন্তিম মুহূর্ত। সে রোগেই তিনি ইনতেকাল করেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কেমন আছেন?" তিনি বললেন,

"দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে আখিরাতের দিকে রওয়ানা হচ্ছি। মৃত্যুর পেয়ালা পান করছি। আমি অচিরেই আমার খারাপ আমলগুলো দেখতে পাব। আমাকে আল্লাহ তাআলার নিকট পেশ করা হবে। আমি জানি না, আমার আত্মা জান্নাতে যাবে? যদি জান্নাতে যায়, তাহলে তাকে অভিনন্দন। নাকি আমার আত্মা জাহান্নামের দিকে যাবে? যদি তা জাহান্নামের দিকে যায়, তাহলে তার জন্য ক্রন্দন করছি।" অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন।'[৭৭]

অন্তিম মুহূর্তে নাফি' রহ. কাঁদতে লাগলেন। তখন তাকে বলা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বললেন,

---

৭৬. সুরা হাশর : ২০
৭৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২৫৮; আস সিয়ার : ১০/৭৬

'আমি সা'দ রা.-কে স্মরণ করছি। কবরের চাপের কথা স্মরণ করছি।'

অর্থাৎ, আমি এ হাদিসের কথা স্মরণ করছি—আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ

'কবরের চাপ রয়েছে। যদি কেউ তা থেকে মুক্তি পেত, তাহলে সা'দ ইবনে মুআজ মুক্তি পেত।'[৭৮]

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. আমাদেরকে আমাদের পরিণাম, গন্তব্য ও এই দুনিয়া থেকে আমাদের পৃথক হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন,

'তোমরা কি দেখছ না, প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা কাউকে না কাউকে তোমরা আল্লাহ তাআলার দিকে বিদায় জানাচ্ছ। তোমরা তাকে মাটির ফাটলে রেখে আসছ। সে মাটিকে বিছানা বানিয়েছে। প্রিয়জনদের রেখে গেছে। পৃথক হয়ে গেছে ধন-সম্পদ থেকে।'[৭৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে আলি রহ.। মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন তাকে বলা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বললেন,

'আমি কাঁদছি পেছনের দিনগুলোতে আমার অপরাধের কারণে। সুউচ্চ জান্নাতের জন্য আমার পাথেয় কম থাকার কারণে। কোন জিনিস আমাকে উত্তপ্ত জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবে, তা ভেবে কাঁদছি আমি।'[৮০]

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তারা এতটা মূল্যায়ন করার পর, সময়কে এত সুন্দর করে আমলে ব্যাপৃত রাখার পরও সারাক্ষণ কতটা ভয়ের মধ্যে থাকতেন। আর আমরা?

---

৭৮. আস-সিয়ার : ৫/৯৯
৭৯. আল-ইহইয়া : ৪/৪৮০
৮০. আল-আকিবাহ : ১৩১

আমির ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. তার অন্তিম মুহূর্তে কাঁদলেন। বললেন,

'এই তো মৃত্যু। এর জন্য যেন মানুষ প্রস্তুতি নেয় এবং চেষ্টা-সাধনা করে। হে আল্লাহ, আমি আমার কমতি ও বাড়াবাড়ির জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার সকল গুনাহের কারণে আপনার নিকট তাওবা করছি। لا إله إلا الله (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই।)' তিনি কালিমা বলতে বলতে একসময় ইনতেকাল করলেন। রাহিমাহুল্লাহ।

আল্লাহর শপথ, মৃত্যু দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত লোকদের ভোগ-বিলাসের সমাপ্তি ঘটায়। মৃত্যুর ভয়ের কারণে দুনিয়ার নিয়ামত উপভোগের মাত্রা কমে আসে। মৃত্যুর ভয় দুনিয়ার স্বাদকে বিস্বাদ করে দেয়। অন্যদিকে, জান্নাতের সুখ ও ভোগ-বিলাস তো অপূর্ব। যার কোনো তুলনা হয় না। জান্নাত তো এমন যে—কোনো চোখ তা কখনো দেখেনি, কোনো কান যার বর্ণনা কখনো শুনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়ে তার কল্পনাও কখনো জাগেনি। জান্নাত। যেখানে নবিগণ (আলাইহিমুস সালাম) থাকবেন। যেখানে থাকবেন সিদ্দিকগণ। সেখানে থাকবেন শহিদগণ। সেখানে আল্লাহর দয়ায় আমিও থাকতে পারব। কতই না উত্তম তাদের সঙ্গ। তাই জান্নাত পানে সফর শুরু করো। দ্রুত পদে, দ্রুততর গতিতে ছুটতে থাকো জান্নাত পানে।

দুনিয়াতে ফিরে আসা বা দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা

ইবরাহিম ইবনে আবু আব্দুহু বলেন,

'আমার কাছে এমন একটা কথা পৌঁছেছে যে, মুমিন যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন আবার দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে। তার ফিরে আসার কারণটা হবে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর তাসবিহ আদায় করা।'[৮১]

তারা জানতেন, তাদের দুনিয়ার জীবনের গুরুত্ব কত। আর এ কারণেই তারা তাদের প্রতিটি মুহূর্তকে আখিরাতের জন্য কাজে লাগাতেন।

---

৮১. শারহুস সুদুর : ৩৮

পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতেন। আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করতেন। তারা চেষ্টা করতেন তাদের একটি মুহূর্তও যেন আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি ব্যতীত অযথা নষ্ট না হয়।

বুকাইর ইবনে আমির রহ. বলেন,

'আব্দুর রহমান ইবনে আবু নুআইম রহ.-কে যদি বলা হতো, এখনই আপনার নিকট মালাকুল মাওত আসবে, তবুও অতিরিক্ত ইবাদত করার মতো তার কোনো সময়-সুযোগ বাকি ছিল না।'[৮২]

ইয়াজিদ আর রাকাশি রহ. নিজেকে নিজে বলতেন,

'ধিক, তোমাকে হে ইয়াজিদ... মৃত্যুর পর তোমার পক্ষ থেকে কে সালাত আদায় করবে? মৃত্যুর পর কে তোমার পক্ষ থেকে সাওম আদায় করবে? কে তোমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করবে তোমার মৃত্যুর পর?' তারপর তিনি বলতেন,

'হে মানুষসকল, তোমরা কি বাকি জীবনটা ক্রন্দন করে এবং নিজেদের জন্য আফসোস করে কাটাবে না? মৃত্যু যার অবধারিত। কবর যার ঘর। মাটি যার বিছানা। পোকামাকড় যার সঙ্গী। যার জন্য অপেক্ষা করছে বিরাট ভয়ংকর এক দিন।...অবস্থা কেমন হবে তার?' এ বলে তিনি কাঁদতে থাকতেন। কাঁদতে কাঁদতে একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।[৮৩]

মুআজ ইবনে জাবাল রা.-এর যখন মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হলো, তখন তিনি বললেন,

'তোমরা দেখো তো সকাল হয়েছে কি না?' তখন তাকে বলা হলো, 'না, এখনো সকাল হয়নি।' সকাল হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এভাবে প্রশ্ন করছিলেন। অতঃপর যখন তাকে বলা হলো, 'সকাল হয়েছে।' তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলার নিকট এমন রাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার সকাল জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।' অতঃপর তিনি বললেন,

---

৮২. আস-সিয়ার : ৫/৯২
৮৩. আল-আকিবাহ : ৪০

'অভিনন্দন মৃত্যুকে—যে অদৃশ্য এক সাথি। আমার দারিদ্র্য সত্ত্বেও সে আমার সাক্ষাতে এসেছে। হে আল্লাহ, আমি আপনাকে ভয় করি। আজ আমি আপনার সাক্ষাৎ কামনা করি। হে আল্লাহ, আপনি জানেন, আমি দুনিয়াকে কখনোই ভালোবাসিনি এবং ঘুমানোর জন্য বা গাছ রোপণ করার জন্য দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে চাইনি। কিন্তু আমি সাওম পালন করে আমার গলাকে তৃষ্ণার্ত করে তুলতে, শীতের রাত জেগে সালাত আদায় করতে, ইবাদতে সাধনার নিমিত্তে, আলিমদের সামনে হাঁটু গেড়ে তাদের আলোচনায় বসতে, এসবের জন্য আমি দুনিয়াতে থাকতে চেয়েছি।'[৮৪]

প্রিয় ভাই, তুমি কি বুঝতে পেরেছ দুনিয়ার মর্মার্থ তাদের নিকট কী ছিল? কীভাবে তারা দুনিয়াতে জীবন কাটিয়েছেন? এবং কেন তারা পৃথিবীতে থাকতে চাইতেন? আজ আমরা কোথায় আর উত্তপ্ত গরমের সে সিয়াম সাধনা কোথায়? আমরা কোথায় আর কনকনে শীতের রাতে প্রভুর ইবাদত কোথায়? আমরা কোথায় আর ইলমের সে অন্বেষণ কোথায়? আলিমদের মজলিসে আমাদের উপস্থিতি কোথায়? আমরা নিজেদের সময়কে কীসের মধ্যে জলাঞ্জলি দিচ্ছি? যেদিন হঠাৎ করে আমরা অন্তিম মুহূর্তে উপস্থিত হবো, সেদিন আমাদের অবস্থা ও উপলব্ধি কেমন হবে?

হাবিব আল আজমি রহ. তার মৃত্যুর সময় অনেক কাঁদছিলেন আর বলছিলেন,

'আমি এমন এক সফর করতে চাচ্ছি, যেই সফর এর আগে আমি কখনো করিনি। আমি এমন এমন পথ অতিক্রম করতে যাচ্ছি, যা এর আগে কখনো অতিক্রম করিনি। আমি আমার সায়্যিদ আমার মাওলার সাক্ষাৎ করব, যাঁকে এর আগে কখনো দেখিনি। আমি এমন ভয়ংকর পরিস্থিতির নিকটবর্তী হবো, এর আগে যার সম্মুখীন কখনো হইনি।'

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. বলেন,

'এটা যদি বিদআত না হতো, তাহলে আমি কসম করতাম যে, যতক্ষণ না মৃত্যুর সময় আমার রবের দূতদের চেহারায় কী আছে, তা জানতে পারব;

---

৮৪. মিনহাজুল কাসিদিন : ৪৩১

ততক্ষণ আমি দুনিয়ার কোনো বিষয় নিয়ে হাসব না। এবং আমি চাইতাম না যে, আমার মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ হোক; কারণ এটাই হলো মুমিনের সর্বশেষ কাজ, যার ওপরে তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে।'[৮৫]

সালাফের কেউ একজন বলেছেন,

'ওই ব্যক্তির বিষয়টা আশ্চর্যজনক, যে জানে, মৃত্যু সত্য; তারপরও সে হাসিখুশি থাকে! ওই ব্যক্তির বিষয়টা আশ্চর্যজনক, যে জানে, জাহান্নাম সত্য; তারপরও সে হাসে! ওই ব্যক্তির বিষয়টা আশ্চর্যজনক, যে দেখে, দুনিয়া তার অধিবাসী-সহ নিত্য পরিবর্তন হচ্ছে; তারপরও কীভাবে দুনিয়ার প্রতি নিশ্চিন্ত রয়েছে?! ওই ব্যক্তির বিষয়টা আশ্চর্যজনক, যে জানে, তাকদির সত্য; তারপরও দুনিয়া নিয়ে কীভাবে সে এত ব্যস্ত হয়?'[৮৬]

এ দুনিয়াতে আমরা আছি। কিন্তু এ দুনিয়াই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিনতাই করে নিয়েছে। আর আমরা লক্ষ্য হারিয়ে কালক্ষেপণের সমুদ্রে সাঁতার কেটে চলছি। আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে নিজের নফস, প্রবৃত্তি আর শয়তানের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। আমাদের কল্পনা, আশা-আকাঙ্খা, চিন্তা-চেতনার ওপর বিজয় অর্জন করতে হলে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.-নসিহত আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে।

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. আবু হাজিম রহ.-কে বলেন, 'আমাকে উপদেশ দিন।'

আবু হাজিম বললেন,

'তুমি শুয়ে পড়ো। মনে করো, মৃত্যু তোমার শিয়রে। এরপর তুমি লক্ষ করে দেখো, সে সময় তোমার কী করতে মন চায়, সেই কাজটাই এখন করো। সে সময় তোমার কোনটি ত্যাগ করতে মন চাইবে, সেটা এখনই পরিত্যাগ করো।

---

৮৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/৩১৬
৮৬. মুকাশাফাতুল কুলুব : ১৫৭

হে মানুষসকল, সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমল করে যাও। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, ভালোভাবে তাঁর ইবাদত করো। মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে মিথ্যা আশায় প্রতারিত হয়ো না। তোমরা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; কারণ, দুনিয়া প্রতারক। তোমাদের প্রতারিত করার জন্য সে সুন্দর সাজসজ্জা গ্রহণ করেছে। মিথ্যা আশা দেখিয়ে তোমাদের ফিতনায় পতিত করছে। তোমাদের ধোঁকা দিচ্ছে। প্রতারক কনের মতো সে সেজেগুজে আছে। ফলে দর্শকদের চোখ তার দিকে আটকে আছে। কামনাকারীদের অন্তর তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আছে। আশেকদের নফসে তার কামনা সৃষ্টি হচ্ছে। কত প্রেমিককে সে হত্যা করেছে। তার প্রতি প্রশান্ত কত ব্যক্তিকে সে লাঞ্ছিত করেছে। সুতরাং তোমরা তার দিকে বাস্তবতার দৃষ্টিতে তাকাও। দুনিয়া এমন একটি ঘর, যার অন্যায়-অপরাধ অনেক বেশি। যার স্রষ্টা তার দোষ বর্ণনা করেছেন। যার নতুন হলো পুরানো। যার রাজত্ব ধ্বংসশীল। যার প্রিয়বস্তুও লাঞ্ছনার। যার বেশি হলো কম। যার প্রেমিক মরে যাবে। যার কল্যাণ ধ্বংস হবে। সুতরাং তোমরা সচেতন হও। আল্লাহ তোমাদের ওপর রহম করুন। গাফিলতি ও উদাসীনতা ঝেড়ে ফেলো। তোমার ব্যাপারে এ কথা বলার আগে সচেতন হও যে, অমুক ব্যক্তি মুমূর্ষু, অমুক লোক মৃত্যুযন্ত্রণার শিকার, কোনো ওষুধ কি আছে, যা তোমাকে মৃত্যুরোগ থেকে সুস্থ করে তোলবে? কোনো ডাক্তারের পক্ষে কি তোমাকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব? তুমি পৃথিবীর সকল ডাক্তারদের ডেকে দেখো না, কেউ তোমাকে সুস্থ করতে পারে কি না? তাই, অমুক ব্যক্তি অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছে গেছে—এ কথা তোমাকে নিয়ে কেউ বলার আগেই তুমি সচেতন হয়ে যাও।

সচেতন হও এ কথা বলার আগে যে, অমুক ব্যক্তি অসিয়ত করেছে এবং তার সকল সম্পদের হিসেব করেছে। অমুকের জিহ্বা ভারী হয়ে গেছে। সে আর তার ভাইদের কারও সাথে কথা বলতে পারছে না। সে প্রতিবেশী-নিকটাত্মীয়দের পর্যন্ত চিনতে পারছে না। সে মুহূর্ত আসার আগে সতর্ক হও, যখন তোমার কপাল ঘেমে উঠবে, তোমার গোঙানি বেড়ে যাবে। মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হবে। তোমার চোখ প্রত্যাশা নিয়ে এদিক ওদিক তাকাবে। তোমার বিভিন্ন ধারণা বাস্তবায়ন হতে থাকবে। কথা বলার সময় তোমার জিহ্বা আটকে আটকে যাবে। তোমার আত্মীয়স্বজন তোমার জন্য কাঁদতে থাকবে।

তোমাকে বলা হবে, "এই তো তোমার অমুক সন্তান, এই তো তোমার ভাই অমুক, কি চিনতে পারছেন?" কিন্তু তোমার জবান বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর তারা ভাববে, তোমার স্মৃতি বিলোপ হয়ে গেছে। একসময় তোমার নির্ধারিত সময় এসে যাবে। তোমার জান কবজ করা হবে। তোমার শরীর থেকে তোমার রুহ বের করে নেওয়া হবে। পড়ে থাকবে তোমার দেহ আর তোমার রুহকে নিয়ে যাওয়া হবে আসমান পানে। তখন তোমার লাশের পাশে তোমার ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজনরা ভিড় করবে। তারা তোমার কাফন আনবে। তোমাকে গোসল করাবে। কাফন পরাবে। কবরে নামাবে। ফিরে যাবে তোমাকে দেখতে আসা লোকগুলো। তোমার হিংসুকেরা শান্ত হবে। তোমার পরিবারের লোকেরা তোমার সম্পদ ভাগাভাগি করতে চলে যাবে। আর তুমি তোমার আমলের জিম্মায় পড়ে রইবে।'[৮৭]

হে ভাই, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। যে জিনিস তোমাকে মৃত্যুর চিন্তায় চিন্তিত করবে, মৃত্যুর ভাবনায় ভাবিয়ে তোলবে এবং মৃত্যুর স্মরণে তোমাকে নেকির কাজ করাবে, সে ভাবনায় তুমি বিভোর হও। তোমার যে সকল ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, যারা তোমার আগে চলে গেছে, তুমি তাদের স্মরণ করো, তাদের কথা চিন্তা করো। তুমি ভেবে দেখো যে, তারাও তোমার মতো দুনিয়ার প্রতি লোভ করত, দুনিয়া অর্জনের ক্ষেত্রে তোমার মতো তারাও চেষ্টা করত, তুমি যেমন আশা করো তেমনই তারাও আশা করত এবং এই দুনিয়াতে তারাও তোমার মতোই কাজ করত। কিন্তু মৃত্যু তাদের মাথা নামিয়ে দিয়েছে, তাদের শিকড় উপড়ে ফেলেছে, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। এবং তাদের ব্যাপারে তার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে। অতঃপর তারা নিদর্শন হয়ে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য এবং শিক্ষা হয়ে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।[৮৮]

---

৮৭. আল-ইহইয়া : ৩/২২৫
৮৮. আল-আকিবাহ : ৫০

অবস্থান যেমনই হোক, মৃত্যুর সাক্ষাৎ অনিবার্য

মৃত্যু চিরসত্য। এ ক্ষেত্রে ছোট-বড়, ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা সকলে সমান। মৃত্যু যেমন ছোট ঘরেও প্রবেশ করবে, তেমনি বড় রাজ অট্টালিকাও মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। যারা সারা দুনিয়ার রাজত্ব করে মৃত্যু তাদেরও ঘায়েল করবে। আবার যারা দুনিয়ার কিছুরই মালিক নয়, মৃত্যু তাদেরও পাকড়াও করবে। কিন্তু মানুষ গাফিলতির মধ্যে থাকে আর মৃত্যুর চাকা তাদের পিষতে থাকে।

বড় বড় প্রাসাদ ও অট্টালিকার মালিকগণ আর পদ-পদবির অধিকারীরা, যাদের দেখে তাদের এই নিয়ামতের ওপর অনেক দুনিয়াদাররা ঈর্ষা করে, আমরা যেন তাদের মৃত্যুর অবস্থার প্রতি লক্ষ করি। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজি যে, তারা কীভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়? কীভাবে তারা মৃত্যুকে স্বাগত জানায়? তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ধন-সম্পদ কি মৃত্যুর সময় তাদের সাথে বাকি থাকে? না তাদের আমল ব্যতীত সবকিছুই দুনিয়াতে পড়ে রয়?

মুহাম্মাদ ইবনে মানসুর আল-বাগদাদি রহ. বলেন,

'আমি আব্দুল্লাহ ইবনে তাহিরকে তার অন্তিম মুহূর্তে দেখতে গিয়েছিলাম। তাকে সালাম দিয়ে বললাম, "হে আমির, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।" তখন তিনি বললেন, "তুমি আমাকে আমির বলো না; বরং আমাকে বন্দী বলো।"'

মৃত্যুর পূর্বে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান বলছিল,

'আল্লাহর শপথ, আমার জন্য এটাই প্রিয় ছিল যে, আমি তিহামার এক লোকের গোলাম হতাম। আমি যার ছাগল চরাতাম, তিহামার পাহাড়গুলোতে তার বকরিগুলো নিয়ে যেতাম। আর আমি যদি শাসক না হতাম।'[৮৯]

মৃত্যুর আগে খলিফা মানসুর বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছিল, তখন লোকেরা তাকে বলল, 'কোনো সমস্যা নেই, হে আমিরুল মুমিনিন।' তখন তিনি বললেন,

---

৮৯. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব : ৮৮

'কিছুই হবে না আমার। তবে শুধু এটা হবে যে, আমার দুনিয়ার সময় শেষ হয়ে গেছে, এবার আমি আখিরাতের সম্মুখীন হবো।'[৯০]

দুনিয়ায় জীবনযাপনের এই পার্থক্য। অবধারিত মৃত্যুকে কেউ আটকাতে পারবে না। মৃত্যু সকলের সাথেই সমান আচরণ করবে। কারণ, সে তো আল্লাহর আদেশ মাত্র। আল্লাহর আদেশে সকল শক্তিকে সে ধ্বংস করবে। সকল পরাশক্তির রাষ্ট্রকে সে নিঃশেষ করবে। তাই তোমরা মৃত্যু আসার আগেই দ্রুত নেক আমল করো। দ্রুত তাওবা করো। শাকিক ইবনে ইবরাহিম রহ. বলেন,

'তুমি এমনভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করো, যাতে মৃত্যুর পর আর তোমাকে ফিরে আসার প্রার্থনা করতে না হয়।'[৯১]

প্রিয় ভাই, মৃত্যুর পর তোমাকে আর ফেরত পাঠানো হবে না। কারণ, প্রতিটি বিষয়ই নির্ধারিত। নির্ধারিত তার সময়।

সুতরাং তুমি এখন থেকেই মৃত্যুর প্রস্তুতিস্বরূপ নেক আমল করো। অন্তর এই কথা বলার আগেই তুমি তাওবা করো যে, হায় আমার জন্য আফসোস, আমি তো আল্লাহর ব্যাপারে কমতি করে ফেলেছি!

মৃত্যু তো এমন চলে যাওয়া। যার পর ফেরার কোনো উপায় নেই। সেটা এমন লজ্জার কারণ হবে, যা কোনো অশ্রুবর্ষণেও আর কাজে আসবে না। সেটা দুনিয়া থেকে আখিরাতের দিকে সফর, এরপর আর দুনিয়াতে আসা যাবে না। এটাই দুনিয়ার শেষ। এটাই জমিনের ওপর থেকে জমিনের নিচের দিকে সফর। আরাম-আয়েশের প্রাসাদ থেকে সংকীর্ণ অন্ধকার এক কবরে এ যাত্রা। এ সফর প্রশ্ন-উত্তরের, হিসাব-নিকাশের।

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.-এর যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, তখন তিনি বললেন, 'তোমরা আমাকে বসাও।' তখন লোকেরা তাকে বসালো। অতঃপর তিনি বললেন,

---

৯০. আস-সুবাত ইনদাল মামাত : ৯২
৯১. ইমাম বায়হাকি কৃত আজ-জুহদ : ২৩৯

'হে আল্লাহ, আমি তো এমন ব্যক্তি, আপনি আমাকে যে আদেশ দিয়েছেন, আমি তা পালনে কমতি করেছি। আর আপনি আমাকে যা নিষেধ করেছেন, আমি তার অবাধ্য হয়েছি। কিন্তু আমি এটা স্বীকার করছি যে, لا إله إلا الله (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই)।' অতঃপর তিনি তার মাথা উঁচু করলেন। এবার তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। লোকেরা তাকে বলল, 'আপনি তো কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।' তখন তিনি বললেন, 'আমি এখানে এমন কতকের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি, যারা মানুষও নয় আবার জিনও নয়।' অতঃপর তিনি ইনতেকাল করলেন।[৯২]

আমিরুল মুমিনিন মামুনুর রশিদের যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, তখন তিনি ঘোড়ার জিন খোলার আদেশ করলেন। তার জন্য সে জিন বিছানো হলো। তিনি তাতে শুয়ে পড়লেন। তার মাথার ওপর ছাই রেখে বললেন, 'হে এমন বাদশাহ, যার বাদশাহি কখনো ধ্বংস হবে না! এমন ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যার বাদশাহি ধ্বংস-প্রাপ্ত।'[৯৩]

আমিরুল মুমিনিন আবু জাফর মানসুরের যখন মৃত্যুর সময় হলো, তখন তিনি রাবিকে বললেন,

'হে রাবি, তিনিই আসল সুলতান।... যে মৃত্যুবরণ করবে, সে আবার কিসের সুলতান?'[৯৪]

প্রতিটি জীবেরই শেষ পরিণতি হলো মৃত্যু। তা থেকে কেউই পলায়ন করতে পারবে না। মৃত্যু কাউকে ফেলে সামনেও চলে যাবে না যে, ভুলে কেউ রয়ে যাবে।

আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যখন এই বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে, তার মৃত্যু এসে গেছে, তখন তিনি বললেন,

---

৯২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/৩২৫
৯৩. আল-আকিবাহ : ১৩০
৯৪. আল-আকিবাহ : ১২৮

‘আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার আশা, আমি যদি জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত বোঝা বহনকারী কুলি হয়ে থাকতে পারতাম।’[৯৫]

আবু দারদা রা. বলেন,

‘তুমি যখন মৃত ব্যক্তিদের স্মরণ করো, তখন তুমি নিজেকে তাদেরই একজন মনে করো।’[৯৬]

আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে তার মৃত্যুসজ্জায় জিজ্ঞেস করা হলো, ‘আপনার কেমন লাগছে?’ তখন তিনি বললেন,

‘যেরকম আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾

“তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, যেভাবে আমি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদের যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ।”[৯৭]

দুনিয়ার রাজত্ব ও তার চাকচিক্য চলে যাবে। সকলকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে আল্লাহ তাআলার দিকে।

জীবন হলো সামান্য কিছু সময়ের নাম। যা স্বপ্নের মতো দ্রুত চলে যায়। অথচ, মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে, তখন মনে করে, তার কোনো শেষ নেই! মানুষের আশা তাকে আখিরাত থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর এ কারণেই মৃত্যুর সময় মুতাসিম বলেছিলেন, ‘আমি যদি জানতাম যে, আমার জীবন এত ছোট, তাহলে যা আমি করেছি, তার কিছুই করতাম না।’[৯৮]

---

৯৫. তারিখুল খুলাফা : ২০৫
৯৬. আল-ইহইয়া : ৪/৪৮০
৯৭. সুরা আনআম : ৯৪
৯৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/৭৪

আমাদের সকলের জীবনই খুব ক্ষণিকের। আমাদের মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। আমাদের জীবন আটকে আছে নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্বাসেই। যে জীবন আমাদের অতিবাহিত হচ্ছে, তা যেন স্বপ্নের ঘোরের মতো। আল্লাহর কসম, তা দিনের একটি মুহূর্তের মতোই ছোট। কিন্তু ভয় হলো জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনের। ভয় এমন গর্তের, যেখানে হাঁড়গুলো ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে।

আমরা আমিরুল মুমিনিন হারুনুর রশিদের কর্ম নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখি, তিনি তার কাফনের কাপড় নিজ হাতে বাছাই করে রেখেছেন। তিনি কাফনের দিকে তাকাতেন আর বলতেন,

﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴾

> 'আমার সম্পদ আমার কোনো কাজেই আসবে না। আমার এই রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে।'[৯৯]

আমরা কেউ কি নিজ হাতে কাফনের কাপড় বাছাই করে নিজের কামরায় রেখে দিয়েছি? বরং কেউ কেউ তো বাড়িতে কাফনের কাপড়ের মতো কিছু দেখলে, তা বাড়ি থেকেই দূরে রাখে। যেন তার কোনো অনুভূতি নেই। সে মনে করে মৃত্যু কি এতই নিকটে যে, তার জন্য এখনিই প্রস্তুতি নিতে হবে?

تنام ولم تنم عنك المنايا * تنبه للمنية يا نؤومُ

'তুমি তো আছ ঘুমিয়ে, কিন্তু মৃত্যু তো নেই ঘুমিয়ে।
হে ঘুমকাতুরে, একটু ওঠো, মৃত্যু তোমার অতি নিকটে।'

প্রিয় ভাই, তুমি পড়া থামিয়ে দিও না; পড়তে থাকো। কারণ, সময় তো চলেই যাচ্ছে। তুমি পূর্ববর্তীদের অবস্থার দিকে লক্ষ করো। শিক্ষা গ্রহণ করো তাদের অবস্থা জেনে। এভাবে তোমার পরে যারা আসবে, তারাও তোমার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ মৃত্যুসজ্জায় কাঁদছিলেন, তাকে বলা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বললেন,

---

৯৯. সুরা হাক্কাহ : ২৮, ২৯

‘আমার আফসোস হচ্ছে যে, আমি আর সালাত ও সাওম পালন করতে পারব না। অতঃপর তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে ইনতেকাল করলেন।’[১০০]

ভাই আমার, এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কাফন আর নেক আমল ছাড়া তোমার সাথে আর কিছুই যাবে না। তোমাকে কাফনের কাপড়ে প্যাঁচিয়ে একা কবরে রেখে আসা হবে। আর তোমার পেছনে তোমার প্রাসাদ, তোমার ঘরবাড়ি ও জাগতিক সকল সম্পদ রয়ে যাবে। সেগুলো ভোগ করবে তোমার স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবরা।

এসব কিছুই আজ তোমার। কিন্তু কবরে যাওয়ার সময় তোমার সাথে শুধু কাফনের দু'টুকরা কাপড়ই যাবে। একটু লক্ষ করে দেখো, দুনিয়া কতটা তুচ্ছ এবং তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ?

কাফনের কাপড় নিয়ে সালাফের ভাবনা

উমর ইবনে খাত্তাব রা. তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন,

‘তোমরা আমার কাফনের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অবলম্বন কোরো। কারণ, আল্লাহ তাআলার নিকট যদি আমার কল্যাণের ফয়সালা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি আমাকে এর চেয়ে উত্তম কাপড়ের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করে দেবেন। আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে এটাও খুব দ্রুতই আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। তোমরা আমার কবর খোঁড়ার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কোরো, বেশি বড় করে খনন কোরো না। কারণ, যদি আল্লাহ তাআলার নিকট আমার কল্যাণের ফয়সালা হয়, আমার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তিনি তা প্রশস্ত করে দেবেন। আর যদি আমি এর বিপরীত অবস্থায় থাকি, তাহলে আমার ওপর তা এতটাই সংকীর্ণ হয়ে যাবে যে, আমার এক পাশের হাঁড় অন্য পাশের হাঁড়ের মধ্যে ঢুকে যাবে।’[১০১]

---

১০০. আস-সুবাত ইনদাল মামাত : ৯২
১০১. আস-সিয়ার : ৫/১১২

সায়িদ ইবনে মারওয়ান রহ.-এর যখন মৃত্যুর সময় হলো, তখন তিনি বললেন,

'হায়, আমি যদি কিছুই না হতাম! হায়, আমি যদি এই প্রবহমান পানির মতো হতাম!' এরপর তিনি বললেন, 'তোমরা আমার কাফনের কাপড়টি নিয়ে আসো।' কাফন এনে তাঁর হাতে দেওয়া হলে তিনি বললেন, 'আহ, তুমি এত খাটো! এত ছোট! এত কম তোমার পরিমাণ!'[১০২]

আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান তার মৃত্যুসজ্জায় বললেন, 'তোমরা আমাকে ওঠাও।' তখন লোকেরা তাকে এতটুকু পরিমাণ উঠাল যে, তিনি বাতাসের ঘ্রাণ নিলেন। তারপর বললেন,

'হে দুনিয়া, তোমার ঘ্রাণ কতই না উত্তম! কিন্তু তোমার দৈর্ঘ্য কতই না কম। তোমার প্রাচুর্য কতই না স্বল্প। অথচ আমরা তোমাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। তোমার ধোঁকায় ঘুরপাক খেয়েছিলাম।'[১০৩]

হে ভাই, তোমরা নেকি অর্জনের ক্ষেত্রে পরিশ্রম করো। কারণ, সেগুলোই তোমাদের সামনে কাজে আসবে। তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। কারণ, মুত্যু তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবে। তোমরা লক্ষ করো, কোন প্রবঞ্চনার সাথে তোমরা সম্পৃক্ত আছ। তোমাদের যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা থেকে কখনো গাফিল হয়ো না। কত দিন চলে গেছে, অথচ তুমি আল্লাহর আনুগত্য করোনি। তোমাদের কত গুনাহ লেখা হয়েছে, অথচ তোমরা সেদিকে মনোযোগ দাওনি। তোমরা সত্যবাদীদের সাথে ছিলে, তারা তোমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তোমরা সম্পর্ক ছিন্ন করলে। এই ধিক্কারের উপযুক্ত কি তোমরা ব্যতীত অন্য কেউ? এর পরেও কি তোমরা শুনবে না?

তোমার মতো কত মানুষ এই দুনিয়াতে বসবাস করেছে। মৃত্যু যাদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করেছে। চক্কর দিয়েছে। এরপর তাদের সাথে ঝগড়া করে তাদের প্রতিবেশীকে ছিনিয়ে নিয়েছে। যে ব্যক্তি তার ওপর মৃত্যু

---

১০২. তারিখুল খুলাফা : ১৩৬

১০৩. আস-সিয়ার : ৪/২৫০

পতিত হওয়ার আগেই সতর্ক হয়েছে, সে যথার্থ করেছে। এ জীবন! এ জীবন খুবই ছোট। তার বেশির ভাগই তো কত কারণে চলে গেল। আর বাকি সময়টুকুকে তুমি বিভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে, ওজর দিয়ে দিয়ে নষ্ট করছ? অথচ মেহমানকে বিদায় জানানোর সময় হয়ে গেছে।[১০৪]

অন্তিম মুহূর্তে আমরা যেন সাফল্যের দেখা পাই

আব্দুল্লাহ ইবনে শারমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'আমি আমির আশ-শাবির সাথে এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়েছিলাম। তার অবস্থা দেখে আমরা খুবই কষ্ট পেলাম। এক লোক তাকে কালিমার তালকিন করছে এবং তাকে বলছে, "তুমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো।" সে এ কথাটা বারবার বলছিল। তখন শাবি রহ. তাকে বললেন, "তুমি এর সাথে কোমল ব্যবহার করো।" তখন রোগীটি মুখ খুলে বললেন, "সে আমাকে তালকিন করুক বা না করুক; আমি কালিমা বলা ছাড়ব না।" অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়লেন,

﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾

> "আর তিনি তাদের তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত।"[১০৫]

তখন শাবি রহ. বললেন, "সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের এই সাথিকে মুক্তি দিয়েছেন।"'[১০৬]

কা'কা' ইবনে হাকিম বলেন,

'ত্রিশ বছর যাবৎ আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এবার মৃত্যু যদি আমার কাছে আসে, তাহলে আমি আমার ইবাদতের তালিকার ক্ষেত্রে কোনোটাকে আগে-পিছে করতে পছন্দ করব না।'

---

১০৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/৭৫
১০৫. সুরা ফাতহ : ২৬
১০৬. আত-তাজকিরাতু ফিল ইসতি'দাদিল ইয়াওমিল আখিরাহ : ৯১

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন তার মৃত্যুর সময় হলো, তখন তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এরপর বললেন,

﴿ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾

'এ রকম সাফল্যের জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিত।'[১০৭][১০৮]

জনৈক সালাফের অন্তিম মুহূর্তে তার স্ত্রী কাঁদছিলেন, তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন,

'তুমি কাঁদছ কেন?' স্ত্রী বললেন, 'আমি তোমার জন্য কাঁদছি।' তিনি বললেন, 'যদি কাঁদতে হয়, তাহলে তুমি নিজের জন্য কাঁদো। কারণ, আমি এই দিনের জন্য চল্লিশ বছর ধরে কেঁদেছি।'[১০৯]

মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম রহ. বলেন,

'ইবনে আসলামের মৃত্যুর চার দিন আগে নিশাপুরে আমি তার সাথে দেখা করতে গেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন,

"হে আবু আব্দুল্লাহ, এসো, আমি তোমাকে ওই কল্যাণের সুসংবাদ দিই, যা আল্লাহ তোমার ভাইকে দান করেছেন। আমার ওপর মৃত্যু নেমে এসেছে। আল্লাহ আমার ওপর দয়া করেছেন যে, আমার একটি দিরহামও নেই, যার জন্য তিনি আমার হিসেব নেবেন।" অতঃপর তিনি বলেন, "তোমরা দরজা বন্ধ করে দাও। আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাউকেই প্রবেশের অনুমতি দিও না। এবং তোমরা আমার কিতাবগুলো দাফন করে দাও। জেনে রেখো, আমি দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নিচ্ছি যে, আমার পোশাক, বসার জিন, অজুর পাত্র এবং এই কিতাবগুলো ব্যতীত অন্য কিছুই মিরাস হিসেবে রেখে যাচ্ছি না। সুতরাং সামগ্রী নিয়ে তোমরা মানুষের সামনে ভান কোরো না।"

---

১০৭. সুরা সাফফাত : ৬১

১০৮. আল-আকিবাহ : ১৩৬

১০৯. আল-আকিবাহ : ১৩৫

তার একটি থলে ছিল। যার মধ্যে ত্রিশ দিরহাম ছিল। তিনি বললেন, "এটা আমার ছেলের। তার এক নিকটাত্মীয় তাকে হাদিয়া দিয়েছে। আমি আমার জন্য এর চেয়ে হালাল জিনিস আর কিছু মনে করি না। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَنْتَ، وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

"তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।"[১১০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

"মানুষের উপার্জিত খাবার হচ্ছে সবচেয়ে পবিত্র খাবার। আর তার সন্তানের উপার্জনও তার উপার্জিত জিনিসের অন্তর্ভুক্ত।"[১১১]

সুতরাং তোমরা আমাকে এ থেকে খরচ করে কাফন দিয়ো। তোমরা যদি দশ দিরহাম দিয়ে আমার সতর ঢাকার পরিমাণ কাপড় কিনতে পারো, তাহলে পনেরো দিরহাম খরচ করে কাপড় কিনতে যেও না। তোমরা আমার জানাজার ওপর আমার জিনটি বিছিয়ে দিয়ো। তার ওপর আমার কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ো। আর আমার এই পাত্রটা কোনো মিসকিনকে দান করে দিয়ো।"[১১২]

কান্নানি রহ.-এর মৃত্যুর সময় তাকে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনি কী আমল করতেন?' তিনি বলেন,

'আমার মৃত্যু যদি নিকটবর্তী না হতো, তাহলে আমি তোমাদের তা জানাতাম না। আমি চল্লিশ বছর ধরে আমার হৃদয়ের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে পাহারা দিয়েছি। যখনই সেখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে চেয়েছে, তখনই আমি তার সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।'[১১৩]

---

১১০. সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২৯১
১১১. মুসনাদে আহমাদ : ২৪৯৫৭, সুনানে নাসায়ি : ৪৪৪৯
১১২. আস-সিয়ার : ২/১৯৯
১১৩. আস-সিয়ার : ২/১৯৯

হে ভাই, এটা দেখার জন্য আমরা কয়দিন আমাদের হৃদয়ের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েছি? সেটা কি দিনের একটা মুহূর্তেরও সমান হবে? আমাদের আমলনামায় কী আছে, আমরা কি জানি? রাতেদিনে কী আমল আমরা করি?

বিলাল রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুয়াজ্জিন, যখন তার মৃত্যুর সময় হলো, তখন তার স্ত্রী বললেন, 'হায়, আমাদের দুঃখ!' এ শুনে বিলাল রা. বললেন,

'বরং, হায় আমার আনন্দ! আমি আগামীকাল আমার প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হবো। আমি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সৈন্য বাহিনীর সাথে একত্রিত হবো।'[১১৪]

আনাস ইবনে ইয়াজ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'আমি সাফওয়ান ইবনে সুলাইমকে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, যদি তাকে বলা হতো, আগামীকাল কিয়ামত। তাহলেও কোনো আমল বৃদ্ধি করার মতো সময় বা সুযোগ তার ছিল না। সব সময়ই তিনি আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন।'[১১৫]

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে বলা হলো, 'অমুক আনসারি ইনতেকাল করেছেন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহম করুন।' তারা বলল, 'তিনি এক লক্ষ সম্পদ ছেড়ে গেছেন।' ইবনে উমর বললেন, 'কিন্তু এ সম্পদ তাকে ছেড়ে দেয়নি এখনো।'

কীভাবে এ সম্পদ তাকে ছেড়ে দেবে? আমলনামায় যে সবকিছু লেখা-ই থাকে। সেখান থেকে না বড় কিছু ছোটে না ছোট কিছু। সবকিছুরই হিসাব করা হয়। এই দুনিয়ার হালাল বস্তুর হিসেব করে রাখা হবে আর হারাম তো সরাসরি শাস্তি আনয়নকারী।

---

১১৪. আল-ইহইয়া : ৪/৫১৩

১১৫. আস-সুবাত ইনদাল মামাত : ৯৩

প্রিয় ভাই, যদি তোমার অন্তরে আল্লাহভীতি প্রবেশ করে। ভয়ে তোমার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে। তোমার চোখের কোণ কেঁপে কেঁপে ওঠে। চোখের পাতা ঝাপটা দিতে থাকে। এভাবে তুমি সত্যিকার তাওবার প্রতি আগ্রহী হও। নিরাপদ আশ্রয়ের অন্বেষণে তুমি যদি চেষ্টা-সাধনা করে এগিয়ে আসো। তোমার দুচোখ আখিরাত পানে নিবদ্ধ হয়। তোমার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় জান্নাতের উচ্চ এক স্থান লাভের। তুমি যদি আল্লাহর রহমতের আশা করো। তাঁর আজাবকে ভয় করো। তবে তুমি সুসংবাদ নাও। কেননা, যে ব্যক্তি গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে পলায়ন করে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত।

তোমরা আল্লাহ তাআলার দিকে পলায়ন করো। আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে পালিয়ে তাঁর দয়া, রহমত ও ইবাদত-বন্দেগির দিকে ফিরে আসো।

যে ব্যক্তি জান্নাত চায়, তাকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। যদিও মৃত্যুর মধ্যে অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা। রয়েছে অনেক ভয় ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। ইবনে আব্দু রব্বিহি রহ. মাকহুল রহ.-কে বললেন, 'তুমি কি জান্নাত ভালোবাসো?' তিনি বললেন, 'জান্নাত কে না ভালোবাসে?' ইবনে আব্দু রব্বিহি রহ. তাকে বলেন, 'তাহলে তুমি মৃত্যুকেও ভালোবেসো। কারণ, তুমি মৃত্যুর আগে কখনোই জান্নাতে যেতে পারবে না।'[১১৬]

বিলাল ইবনে সা'দ রহ. বলেন, 'আমাদের একজনকে প্রশ্ন করা হলো, "তুমি কি মৃত্যু চাও?" সে বলল, "না।" তখন তাকে আবার বলা হলো, "কেন?" সে বলল, "যতক্ষণ না আমি তাওবা করব এবং নেক আমল করব, তার আগে মরতে চাইব না।" তখন তাকে আবারও প্রশ্ন করা হলো, "তাহলে তুমি নেক আমল করো।" সে বলল, "আমি অচিরেই আমল করব।" সে মৃত্যুবরণও করতে চায় না আবার আমলও করতে চায় না। সে আল্লাহর ইবাদতকে পিছিয়ে দিতে পারে, কিন্তু দুনিয়ার কাজকে পিছিয়ে দেয় না।'[১১৭]

---

১১৬. আস-সিয়ার : ৫/৩৬৬
১১৭. শারহুস সুদুর : ১৭

পরকালের নাজাত-প্রত্যাশীদের জন্য মুক্তো-সম মূল্যবান কিছু নসিহত

আবু হাজিম সালামা ইবনে দিনার রহ. বলেন,

'যে সকল কাজের কারণে তুমি মৃত্যুকে অপছন্দ করো, তা ছেড়ে দাও। এরপর "তুমি কখন মৃত্যুবরণ করবে?"—এমন প্রশ্ন তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'[১১৮]

প্রিয় ভাই, একটু লক্ষ করেছেন? কিয়াসটা কেমন ছিল?

এখানে আরও একটি নসিহত পেশ করছি—মায়মুন ইবনে মিহরান রহ. বলেন,

'যে ব্যক্তি আখিরাতে আল্লাহ তাআলার নিকট তার অবস্থান সম্পর্কে অবগত হতে চায়, সে যেন তার আমলের দিকে তাকায়। কেননা, সে তার আমলের ওপর ভিত্তি করে গঠিত ব্যক্তিত্ব নিয়েই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে।'[১১৯]

উক্ত নসিহতটি আল্লাহ তাআলার একটি আয়াতের সারমর্ম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

'হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেকের ভেবে দেখা উচিত, আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। এবং আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত, তোমরা যা কিছু করছ।'[১২০]

---

১১৮. আল-আকিবাহ : ৯১
১১৯. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/১৩৩
১২০. সুরা হাশর : ১৮

আবু আইয়াশ আল-কাত্তান রহ. বলেন,

‘বসরায় ইবাদতকারিণী এক মহিলা ছিলেন। নাম তার মুনাইবা। তার একটি মেয়ে ছিল, যে তার চেয়ে বেশি ইবাদতগুজার ছিল। এত ছোট বয়সে তার এমন ইবাদত দেখে হাসান বসরি রহ. খুবই আশ্চর্য হলেন। হাসান রহ. একবার এক মজলিসে বসা ছিলেন, এমতাবস্থায় তার কাছে এক লোক এসে বলল, “আপনি কি জানেন, সেই মেয়েটি এখন অন্তিম মুহূর্তে মৃত্যুর অপেক্ষায়?” এ শুনে হাসান রহ. তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে দেখতে গেলেন। হাসান রহ. মেয়েটির নিকট আসলেন। মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলল। তখন হাসান রহ. তাকে বললেন, “কাঁদছ কেন?” মেয়েটি বলল, “হে আবু সায়িদ, মাটি আমার তারুণ্যকে ঢেকে দেবে; অথচ আমি এখনো আল্লাহর ইবাদত করে তৃপ্ত হইনি। হে আবু সাইদ, আপনি আমার মাকে দেখেন, তিনি আমার বাবাকে বলছেন, আমার মেয়ের জন্য প্রশস্ত কবর খুঁড়বেন এবং তাকে সুন্দর কাপড়ে কাফন দেবেন। আল্লাহর শপথ, আমাকে যদি মক্কায় প্রেরণ করা হতো, তাহলেও আমার ক্রন্দন অনেক দীর্ঘ হতো। তাহলে আমি কীভাবে এমন অন্ধকার নির্জন কবরের দিকে রওয়ানা করব, যা অন্ধকার আর পোকামাকড়ের ঘর?”’[১২১]

আমরা মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি’ রহ.-এর নসিহত নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করি। মৃত্যুর সময় তিনি এ নসিহত করেছিলেন। এ নসিহত তিনি সত্য অন্তরে, বিশুদ্ধ হৃদয়ে করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন,

‘মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি’ রহ.-এর মৃত্যুর আগে আমরা তার নিকট গেলাম। তখন তিনি বলেন, “হে আমার ভাইয়েরা, আমরা সকলে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রত্যাবর্তন চেয়েছিলাম। অতঃপর তিনি তোমাদের তা দিয়েছেন আর আমাকে তা দেননি। সুতরাং তোমরা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত কোরো না।”’[১২২]

হ্যাঁ, আমি, তুমি, আমরা সকলেই আল্লাহ তাআলার নিকট প্রত্যাবর্তন চেয়েছি।

আমরা তো এখন আমলের ঘরে রয়েছি। সুতরাং এসো, দ্রুত স্বচ্ছ ও সত্য দিলে আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা করি। এখন থেকেই দ্রুত নেক আমলের

---

১২১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/২৭
১২২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৭১

মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করি। কারণ, সময় বয়েই চলেছে। আমাদের নিশ্বাস ফুরিয়ে আসছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমলের ঘরে থাকব, ততক্ষণ তা বয়েই চলবে।

জনৈক সালাফ প্রতিদিন মদিনার দেওয়ালের ওপর উঠে চিৎকার করতেন,

الرحيلُ.. الرحيلُ..

'বিদায়। বিদায়।'

একদিন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আমিরুল মুমিনিন তার আওয়াজ আর শুনতে না পেয়ে তার সম্পর্কে মানুষদের জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে বলা হলো, সে তো ইনতেকাল করেছে। তখন তিনি বলেন,

ما زال يلهج بالرحيل وذِكره • حتى أناخ ببابه الجَمَالُ

فأصابه متيقظًا مُتشمِّرًا • ذا أُهبةٍ لم تُلهه الآمال

'সর্বদা সে বিদায় ধ্বনির আভাস দিয়ে যেত।
তার সে স্মরণের ফটকে মনের লাগাম টেনে ধরত।
বিদায় বেলা সে ছিল সতর্ককারী, সাবধানকারী,
বৃথা-আশা তাকে ধোঁকা দিতে পারেনি,
বরং তার যে ছিল সুন্দর প্রস্তুতি।'[১২৩]

বলা হয়ে থাকে, ইয়াকুব আ. আজরায়িল আ. কে বললেন, 'আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব?'

আজরায়িল বললেন, 'বলুন?'

ইয়াকুব আ. বললেন, 'আমার যখন জান কবজ করার সময় হবে। আপনি যখন আমার জান কবজ করতে চাইবেন। এর আগে আমাকে জানাবেন।'

আজরায়িল বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে। আমি আপনার নিকট দু'তিনজন দূত প্রেরণ করব।'

---

১২৩. কুরতুবি রহ. কৃত আত-তাজকিরাহ : ৪০

একসময় ইয়াকুব আ.-এর হায়াত ফুরিয়ে এল। আজরায়িল আ. তাঁর নিকট আসলেন। ইয়াকুব আ. তাঁকে বললেন, 'আপনি কি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন না আমার জান কবজ করতে এসেছেন?'

আজরায়িল বললেন, 'জান কবজ করতে।'

ইয়াকুব আ. বললেন, 'আপনি তো আমাকে বলেছিলেন, আপনি আমার কাছে দু'তিনজন সংবাদদাতা পাঠাবেন?'

আজরায়িল বললেন, 'আমি তো এরকম করেছিও। আপনার কালো চুল সাদা হয়ে যাওয়া, আপনার শক্ত-সমর্থ শরীর দুর্বল হয়ে পড়া, আপনার সোজা-সুঠাম দেহ বাঁকা হয়ে যাওয়া—এগুলোই হলো মৃত্যুর আগে বনি আদমের কাছে আমার পাঠানো বার্তাবাহক।'[১২৪]

ভাই আমার সতর্ক হোন। এ সকল সংবাদদাতা আসার আগেই সতর্ক হোন। আর এটাও তো চূড়ান্ত বিষয় নয় যে, সবার নিকট এ বার্তাবাহক আসবেই। বরং কত মানুষ তো শিশু বয়সে, দুধ ছাড়ানোর আগেই মারা যায়! কত যুবক পূর্ণ যৌবনে পৌছে সুঠাম দেহের অধিকারী হয়ে ইনতেকাল করে। বরং আমরা তো দেখতে পাই যে, কবরের অধিবাসীদের মধ্যে দুগ্ধপায়ী শিশু, বাচ্চা ও যুবকরাই বেশি। এতেই তো রয়েছে উপদেশ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যারা চিরস্থায়ী জান্নাতে নিজের ঘর নির্মাণ করতে চায়।

হে প্রিয় ভাই, সামনের নসিহত নিয়ে একটু চিন্তা করুন। এটি তো স্বর্ণাক্ষরে লিখে অন্তরের গহীনে রেখে দেওয়ার মতো একটা নসিহত।

এক লোক জুহাইর ইবনে নায়িমকে বলল, 'হে আবু আব্দুর রহমান, আমাকে কোনো কিছুর অসিয়ত করুন না!' তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি সতর্ক হও, তোমার উদাসীনতার মধ্যেই যেন আল্লাহ তোমাকে উঠিয়ে না নেন।'[১২৫]

---

১২৪. ইরশাদুল ইবাদ : ০৭

১২৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/৯

এ যে খুবই মূল্যবান একটি নসিহত। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর ভালোবাসার প্রতি উৎসাহিতকরণ। রয়েছে তাঁর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ। রয়েছে হারাম বিষয়গুলো পরিহারের নির্দেশনা। রয়েছে আখিরাতের স্মরণ ও তার প্রস্তুতি গ্রহণের প্রতি উত্তম উপদেশ।

উবাইদ ইবনে উমাইর রহ. বলেন,

'একজন মানুষের তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তাদের একজনের চেয়ে অপরজন তার কাছে আরও বেশি প্রিয়, আরও বেশি অন্তরঙ্গ। একদিন লোকটির ওপর নেমে এল এক মহাবিপদ। তখন সে সবচেয়ে কাছের ও সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটির কাছে গেল এবং তাকে বলল, "হে বন্ধু, তুমিই তো আমার সবচেয়ে প্রিয় ও সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই আমার এই বিপদে আমি তোমার সাহায্যের প্রতি আশাবাদী।" তখন বন্ধুটি বলল, "আমি তোমার কোনো সাহায্য করতে পারব না।"

এরপর সে প্রিয় হওয়ার দিক থেকে যে দ্বিতীয়তে রয়েছে, তার কাছে আসলো এবং বলল, "প্রিয় বন্ধু আমার, আমার ওপর এই বিপদ নেমে এসেছে। তাই আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী।" তার কথা শুনে বন্ধুটি বলল, "আমি তোমার এতটুকু উপকার করতে পারি যে, তুমি যেখানে যেতে চাও, আমি তোমাকে সেখানে রেখে আসতে পারি। এর চেয়ে বেশি কিছু আমি তোমার জন্য করতে পারব না।"

তারপর সে প্রিয় হওয়ার দিক থেকে তৃতীয় বন্ধুর নিকট গেল। তাকে বলল, "হে বন্ধু, আমি বিপদগ্রস্ত! এখন আমি তোমার সাহায্য কামনা করছি।" সে বন্ধুটি উত্তর দিল, "ঠিক আছে বন্ধু। আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি যেখানে যাবে, আমি তোমার সাথে যাব। তোমার সকল বিপদাপদে তোমাকে সাহায্য করব।"

উমাইর রহ. এবার গল্পের রহস্য উন্মোচন করলেন এ বলে, "প্রথম বন্ধুটি ছিল তার সম্পদ, মৃত্যুর পর যার কিছুই সাথে যাবে না; অথচ এটাই মানুষের সবচেয়ে প্রিয়। দ্বিতীয় বন্ধুটি হলো, পরিবার; যারা মৃত্যুর পর তার কবর পর্যন্ত যাবে, তাকে কবরে একা রেখে চলে আসবে। আর তৃতীয়

বন্ধুটি হলো, তার আমল; যা সর্বদা তার সাথে থাকবে। সে যেখানে যাবে, আমলও তার সাথে সাথে সেখানে যাবে।"'[১২৬]

প্রিয় ভাই, জীবন একটা সফর মাত্র। অচিরেই এ সফরের অবসান ঘটবে। জীবন-সফর যেন চোখের পলকের সমান। যেন কোনো মেঘখণ্ড একটু আগে চোখের সামনে ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তা আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। এটাই দুনিয়া। মেঘের মতো। কিছু মুহূর্ত। তারপরে নিমিষেই হাওয়া। হ্যাঁ, এটাই দুনিয়া। সামান্য কিছু মুহূর্তের সফর।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার চাটাইয়ের ওপর শোয়ার কারণে তাঁর পিঠে দাগ পড়ে গেল। তখন আমরা তাঁকে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার জন্য একটি বিছানা আনতে চাই।" তখন তিনি বলেন,

مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

"দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কী?! নিশ্চয় আমার ও দুনিয়ার উপমা হচ্ছে এক মুসাফিরের ন্যায়, যে সামান্য সময়ের জন্য কোনো গাছের ছায়ায় একটু জিরিয়ে নেয়, তারপর সে স্থান ত্যাগ করে গন্তব্যের দিকে চলে যায়।"[১২৭]

প্রিয় ভাই, এতক্ষণ তুমি এ কিতাবের সাথে থাকার কারণে তোমার মধ্যে মৃত্যুর প্রতি অনেক ভয় সৃষ্টি হয়েছে। দুনিয়ার প্রতি উদ্রেক হয়েছে এক ধরনের অনীহা। কিন্তু এখন তো তুমি এই কিতাব থেকে তোমার চোখ উঠিয়ে নেবে, তখন কি তুমি ওপরের সব নসিহত ভুলে যাবে?

ভাই আমার, তোমাকে তাকওয়া অবলম্বনের নসিহত করছি। নিজেকে তুমি দুনিয়ার এই ময়লা-আবর্জনা থেকে দূরে সরিয়ে নাও। তোমার ওপর থেকে

---

১২৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৬৯
১২৭. সুনানে তিরমিজি : ২৩৭৭

অলসতার চাদর উঠিয়ে ফেলো। নফসের মুজাহাদার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করো। এই কিতাবের শেষ অক্ষরকেই তোমার তাওবার সূচনা বানাও। তুমি আল্লাহর দরবারে অশ্রুসিক্ত নয়নে, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করো। তাওবা করো তোমার কৃত ভুলের জন্য। এতে তোমার অন্তর উন্মুক্ত হবে। আল্লাহকে ভয় করো। গ্রহণ করো আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুত দুটি জান্নাতের সুসংবাদ। আর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ হয় না। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন,

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾

'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়া ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান।'[১২৮]

প্রিয় ভাই, কিতাবটি রেখে দেওয়ার পর আমরা একাকিত্ব অনুভব করব। কিন্তু আমাদের জন্য রয়েছে রক্ষাকবচ। আমরা তা অবলম্বন করব। হাদিসের মধ্যে রয়েছে নির্দেশিকা। আমরা সে অনুযায়ী চলব। সালেহিনের মজলিসে রয়েছে ঘনিষ্ঠতা ও প্রশান্তির উপকরণ। আমরা তা গ্রহণ করব। আর প্রতিশ্রুত দিনের জন্য এগুলো কতই না উত্তম পাথেয়।

প্রিয় ভাই, আল্লাহ তাআলা আমাকে ও তোমাকে জান্নাতে একত্রিত করুন। আমাদের মৃত্যুযন্ত্রণা হালকা করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের অটল রাখুন হকের ওপর। কবরে আমাদের একাকিত্ব দূর করুন। কিয়ামতের দিন সহজভাবে পুলসিরাত পার করে দিন। আমাদের মা-বাবাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন। আমাদের তাদের সাথে প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার স্থানে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর নিকটে একত্রিত করুন।

والحمد لله رب العالمين

---

১২৮. সুরা আর-রহমান : ৪৬

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ
النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَالَ : الدِّينُ
النَّصِيحَةُ قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ
وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

তামীম দারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, “দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করার নাম।” আমরা বললাম, ‘কার জন্য?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের জন্য, তার রাসুলের জন্য, মুসলিমদের শাসকদের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য।” - *মুসলিম*

লেখক পরিচিতি

ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম। আরববিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি। জন্মগ্রহণ করেছেন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত 'বীর' নগরীতে—বিখ্যাত আসিম বংশের কাসিম গোত্রে। তাঁর দাদা শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-আসিমি আন-নাজদি রহ. ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের প্রখ্যাত ফকিহ। তাঁর পিতা শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রহ.ও ছিলেন আরবের যশস্বী আলিম ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম জন্ম সূত্রেই পেয়েছিলেন প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ প্রতিভা আর ইলম অর্জনের অদম্য স্পৃহা। পরিবারের ইলমি পরিবেশে নিখুঁত তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন খ্যাতনামা এই লেখক। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে আত্মনিয়োগ করেন লেখালেখিতে—গড়ে তোলেন 'দারুল কাসিম লিন নাশরি ওয়াত তাওজি' নামের এক প্রকাশনা সংস্থা। প্রচারবিমুখ এই শাইখ একে একে উম্মাহকে উপহার দেন সত্তরটিরও অধিক অমূল্য গ্রন্থ। আত্মশুদ্ধিবিষয়ক বাইশটি মূল্যবান বইয়ের সম্মিলনে পাঁচ ভলিউমে প্রকাশিত তাঁর 'আইনা নাহনু মিন হা-উলায়ি' নামের সিরিজটি পড়ে উপকৃত হয়েছে লাখো মানুষ। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই সিরিজের অনেকগুলো বই। 'আজ-জামানুল কাদিম' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গল্প-সংকলনটিও আরববিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। সাধারণ মানুষের জন্য তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ছয় খণ্ডে রচনা করেছেন রিয়াজুস সালিহিনের চমৎকার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এ ছাড়াও তাঁর কুরআন শরিফের শেষ দশ পারার তাফসিরটিও বেশ সমাদৃত হয়েছে। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

ভাবতে পারো, এখনো তো জীবনের অনেক চাওয়া-পাওয়াই অপূর্ণ রয়ে গেছে। লক্ষ্য পূরণের পেছনে খুব ব্যস্ত সময় কাটছে। এত তাড়াতাড়ি কি মৃত্যুর মুখোমুখি হবো!? জীবন-সময় কি এত অল্পতেই ফুরিয়ে যাবে!? হে স্বপ্নচারী, এমন ভাবনায় ডুবে থেকেই তো কত লোক গাফিল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে! অন্তিম মুহূর্ত তাদের কেটেছে উদাসীন থেকে! মৃত্যুকে তুমি অনেক দূর ভেবো না। মনে করো না, তুমিও উপনীত হতে পারবে বৃদ্ধাবস্থায়। মুহূর্তের মধ্যে যেকোনো সময় হয়ে যেতে পারে তোমার অন্তিম মুহূর্ত। তাই উত্তম পরিণতির লক্ষ্যে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকো।